ইউনিট- ৯:

শ্রেণীকক্ষে মৌখিক প্রশ্নকরণ

অধিবেশন- ১: জিজ্ঞাসু শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে প্রশ্নকরণ– আলোচনা ব্যবস্থাপনামূলক ও আগ্রহউদ্দীপনামূলক

লক্ষ্য

- শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

অধিবেশন- ২: শিক্ষার্থীদের মূল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধকরণ, উচ্চমার্গীয় চিন্ড়নে উৎসাহিতকরণ ও শিখন পরিবীক্ষণে উৎসাহিতকরণ মূলক প্রশ্ন করা।

লক্ষ্য

- শ্রেণীশিক্ষণে বিভিন্ন প্রকার প্রশ্নের প্রয়োগ দক্ষতা অর্জন।

অধিবেশন- ৩: বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন: উন্মুক্ত, বদ্ধ ও বৈচিত্র্যময়

লক্ষ্য

- শ্রেণী শিখন মূল্যায়নে উন্মুক্ত,বদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় প্রশ্ন প্রয়োগে দক্ষতা অর্জন।

অধিবেশন- ৪: জ্ঞানমূলক চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রশ্ন বিবেচনাকরণ: ব্লুম্স ট্যাক্সোনোমি

লক্ষ্য

- শিক্ষার্থী শ্রেণীশিক্ষার্থীর জ্ঞান বিকাশে ব্লুম ট্যাক্সোনোমি প্রয়োগে প্রশ্নকরণে উদ্বুদ্ধ হবে।

অধিবেশন- ৫: মৌখিক প্রশ্ন করার দক্ষতা অনুশীলন

লক্ষ্য

- মৌখিক প্রশ্নকরণ দক্ষতার বিকাশ করা।

ইউনিট- ৯ অধিবেশন- ১

জিজ্ঞাসু শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে প্রশ্নকরণ–আলোচনা ব্যবস্থাপনামূলক ও আগ্রহ উদ্দীপনামূলক

ভূমিকা

প্রিয় শিক্ষার্থী, কেমন আছেন? কেমন লাগল শ্রেণীপরিবেশে বৈচিত্র্য আনতে নুতন নুতন দক্ষতা অর্জন এবং তার প্রয়োগ করতে? আপনারা নিশ্চয়ই মড্যুল-১ এ শ্রেণীশিক্ষার্থীদের মনোযোগী ও আগ্রহী করে তোলার জন্য যে বিভিন্ন কৌশল শিখেছেন তা সহজে এবং সার্থকতার সাথে প্রয়োগ করেছেন এবং সেই সাথে শিক্ষার্থীদের শিখনে উদ্বুদ্ধও করতে পেরেছেন।

আসলে সব রকম পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের উদ্দেশ্য থাকে শিক্ষার্থীর কাছে বিষয়বস্তুর সহজ ও আকর্ষণীয় উপস্থাপন। যেন শিক্ষার্থী তার নিজ আগ্রহে এবং অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিষয়বস্তু শিখতে পারে। তবে যে পদ্ধতিই ব্যবহার করুন না কেন শিক্ষার্থীর সাথে সরাসরি যোগাযোগ করা ও তার সম্পর্কে ধারণা নেয়ার জন্য তাকে বিভিন্নভাবে প্রশ্ন করা শিক্ষকের অন্যতম কৌশল। অর্থাৎ পারস্পরিক বিনিময়ের জন্য শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে মৌখিক প্রশ্নকরণকে অন্যতম কৌশল হিসেবে ব্যবহার করেন। সে কারণে প্রশ্নকরণ সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা একজন শিক্ষকের জন্য অত্যন্ত জরুরী। এ ইউনিটে আপনারা প্রশ্নকরণ কৌশল প্রয়োগে শ্রেণীশিক্ষণ পরিচালন প্রক্রিয়ার সাথে পরিচিত হবেন এবং সক্রিয় শিখনে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করতে বিচিত্র প্রশ্নকরণ দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- শ্রেণীকক্ষে প্রশ্নকরণ কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রশ্নকরণের উদ্দেশ্য বলতে পারবেন।
- আলোচনা ব্যবস্থাপনামূলক প্রশ্নোত্তোর প্রক্রিয়ায় শ্রেণীশিক্ষার্থীকে উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন।
- আগ্রহ উদ্দীপনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে শিক্ষার্থীকে অনুপ্রাণিত করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ শ্রেণীকক্ষে প্রশ্নকরণ

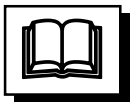

শ্রেণীশিক্ষণে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রশ্নকরণের সময় একজন শিক্ষক বিষয়বস্তুর বিভিন্নতার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। সেইসাথে শিক্ষার্থীর বিচিত্র অভিজ্ঞতা, পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট- এসবের প্রতিও সমান গুরুত্ব দিতে হয়। শ্রেণীশিক্ষণের সময় আপনার নির্ধারিত উদ্দেশ্য অনুযায়ী যদি প্রশ্নকরণের নিয়মাবলি অনুসরণ করেন তবে আপনি আপনার কাজে সফলতা ও সন্তুষ্টি আনতে সক্ষম হবেন।

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থী, আসুন প্রথমে আমরা দেখি প্রশ্ন কি।

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের কাছে তথ্য পরিবহন এবং শিক্ষার্থীরা কী করবে ও কেমন করে করবে তার নির্দেশনার উল্লেখযোগ্য একটি মাধ্যম হ'ল প্রশ্নকরণ। অন্যদিকে শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য প্রশ্নকরণ একটি কার্যকরী কৌশল।

শিক্ষার্থীর কাছে আমরা যখন কোন বিষয় সম্মন্ধে জানতে চাই তখনই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি।

এভাবে প্রশ্নবোধক কোন বাক্যকে আমরা প্রশ্ন বলতে পারি।

নিচের বাক্যগুলো পড়ুন,

- বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ কোন সালে ঘটেছিল?
- স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পর্কে তোমার শোনা বা পড়া যে কোন একটি ঘটনা বিবৃত কর।
- স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণে বাঙালীর অর্জন মূল্যায়ন কর।

উপরের বাক্যগুলোর মধ্যে সবকটিই কী প্রশ্ন?

আপনার উত্তর হ্যাঁ বা না যাই হ'ক, তার কারণ লিখুন।

⇨ লক্ষ্য করুন, সবক'টি বাক্যেই শিক্ষার্থীর কাছে কিছু জানতে চাওয়া হয়েছে।

১. যুদ্ধ কোন সালে ঘটেছিল
২. যুদ্ধ সম্পর্কিত ঘটনা
৩. যুদ্ধ সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মূল্যবোধ।

পর্ব– খঃ প্রশ্নকরণের উদ্দেশ্য

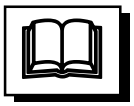

শিক্ষার্থীর শিখন সুসম্পন্ন হওয়ার জন্য আনন্দদায়ক এবং আন্ড়রিক পরিবেশ প্রয়োজন, এ কথা আমরা সবাই স্বীকার করি। কিন্তু এমন আন্তরিক ও চিত্তাকর্ষক পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় কীভাবে ? শিক্ষক হিসেবে আপনি যদি শিক্ষার্থীর সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন তবেই এমন পরিবেশ সৃষ্টি সম্ভব।

শ্রেণীশিক্ষণের বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করেন, শিক্ষার্থী উত্তর দেয় বা শিক্ষক তাকে উত্তর দিতে সাহায্য করেন, আবার উৎসাহী শিক্ষার্থী তার কৌতুহল নিবৃত্ত করার জন্য শিক্ষককে প্রশ্ন করে। পারস্পরিক প্রশ্নকরণের মধ্য দিয়ে বিষয়বস্তু সম্পর্কিত জটিলতা দূর হয়ে যায় এবং সেইসাথে শিক্ষক যেমন শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও মনোভাবগত অবস্থা বুঝতে পারেন, শিক্ষার্থীও সংকোচ ও ভয় কাটিয়ে শিক্ষকের ঘনিষ্ট সহচর্যে আসতে পারে। এ কারণে প্রশ্নকরণ এবং শিক্ষার্থীকে প্রশ্নকরণে উদ্বুদ্ধ করা দু'ক্ষেত্রেই শিক্ষককে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যমুখী হতে হয়।

আপনার নিজ শ্রেণীকক্ষের যে কোন একটি পরিবেশের চিত্র কল্পনা করুন আপনি কোন একটি বিষয়বস্তু উপস্থাপনে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করছেন। এবার আপনার প্রশ্নকরণের জন্য ৫/৬ টি উদ্দেশ্য লিখুন।

নিচের ছকে প্রথমে বিষয়বস্তু লিখুন এবং তারপর আপনার নির্বাচিত উদ্দেশ্যসমূহ লিখুন।

বিষয়বস্তু:

ক্রমিক নং	প্রশ্নকরণের উদ্দেশ্য
১	
২	
৩	
৪	
৫	

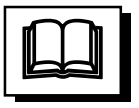

আপনার লেখা উদ্দেশ্যগুলো একবার পড়ুন এবং লক্ষ্য করুন সক্রিয় শিখন নিশ্চিত করতে প্রত্যেকটি উদ্দেশ্য কার্যকরী ভূমিকা রাখে কিনা। এখন আপনি নিশ্চয় অনুধাবন করেছেন যে স্বত:স্ফূর্ত শিখনে শিক্ষার্থীকে আগ্রহী করে তোলা প্রশ্নকরণের অন্যতম উদ্দেশ্য।

শিক্ষক শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে যে প্রশ্ন করেন তা সাধারণত নির্দেশনামূলক অভিব্যক্তি (Cue) অথবা উদ্দীপনা (Stimuli)। অর্থাৎ শিক্ষক শিক্ষার্থীকে বিষয়বস্তু সংক্রান্ত কোন তথ্য গ্রহণের জন্য যে নির্দেশনা দেন এবং এ সম্পর্কে তাকে উৎসাহী করে তুলতে তিনি বিভিন্নভাবে যে অনুপ্রেরণা যোগান তা তিনি প্রায় সব ক্ষেত্রেই প্রশ্ন আকারে উপস্থাপন করেন।

ফলে শিক্ষার্থী সহজেই বুঝতে পারে—

- তাকে কী বিষয়বস্তু শিখতে হবে
- এই শিখন কাজের জন্য তার করণীয় কী এবং
- এই সমস্ড় করণীয় কাজ সে কিভাবে সম্পাদন করবে।

আপনার বিদ্যালয়ের নিজ শ্রেণীকক্ষের যে কোন একটি পরিবেশের চিত্র কল্পনা করুন যেখানে আপনি কোন একটি বিষয়বস্তু উপস্থাপনে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করছেন। শিক্ষার্থীরা কীভাবে এ কৌশলটিতে প্রতিক্রিয়া করছে বা কীভাবে তারা অংশগ্রহণ করছে- এ সম্বন্ধে কয়েকটি বাক্য লিখুন।

এ কাজটি করার জন্য আপনাকে প্রথমে ৪/৫ টি প্রশ্ন লিখতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেযার সময় শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিযা, যেমন, প্রশ্নটি অনুধাবন করা, খুব দ্রুত হাত তোলা বা উত্তর দেয়া, উত্তর দিতে দেরী করা বা দ্বিধা করা, সহপাঠীর সাথে আলোচনা করা (ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর পারস্পারিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে), অন্য কোন প্রশ্নের অবতারনা করা এবং তা আপনাকে জিজ্ঞাসা করা ইত্যাদি বহু রকমভাবে শিক্ষার্থী তার অভিব্যাক্তি প্রকাশ করতে পারে। বিভিন্ন শিক্ষার্থী বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া করবে- আপনাকে এ সম্পর্কে প্রতিটি প্রশ্নে জন্য পৃথক প্রতিক্রিয়া লিখতে হবে।

ক্রমিক নং	প্রশ্ন	শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া
১		
২		
৩		
৪		
৫		

পর্ব- গঃ আলোচনা ব্যবস্থামূলক প্রশ্নকরণ

আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাচিন্তা অনুসারে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক প্রতিদিন পাঠের বিষয়বস্তু উপস্থাপনে শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেন। পাঠ্য বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীকে আগ্রহী করে তোলা তার সক্রিয় অংশগ্রহণের অন্যতম শর্ত। বিষয়বস্তুর তথ্য বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের সময় মৌখিক প্রশ্নত্তোর প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীকে উদ্দীপ্ত করে। আসুন আমরা দেখি বিষয়বস্তু আলোচনা ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নত্তোর পদ্ধতির ভুমিকা কি। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে-

- শিক্ষার্থীর বিষয়বস্তু অনুধাবন করা ও সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন কাজ শিক্ষক তদারকী করতে পারেন।
- প্রশ্নোত্তর আলোচনায় বিষয়বস্তুর প্রতি শিক্ষার্থী আগ্রহী হয় এবং নিজের ইচ্ছেয় অংশগ্রহণ করে।
- শিক্ষার্থী ক্রমান্বয়ে উচ্চতর জ্ঞান অর্জনে অগ্রসর হয়।
- শিক্ষার্থীর অর্জন, প্রতিবন্ধকতা, বিঘ্ন, সন্দেহ, অনাগ্রহ ইত্যাদি সবকিছুই শিক্ষকের গোচরীভূত হয়।

- শিখন উপযোগী পরিবেশ তৈরী করতে শিক্ষক সমর্থ হ'ন।
- শ্রেণী পরিবেশ শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করতে এবং প্রশ্নের উত্তর প্রদানে উদ্দীপ্ত করে।
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে আদান প্রদান, দ্বন্দ্ব,তর্ক বিতর্ক, সমঝোতা, ইত্যাদি পারস্পারিক সম্পর্ক উন্নয়নে সহায়ক হয়।

এখন একটি শ্রেণীশিক্ষণের শুরুতে শিক্ষার্থীকে বিষয়বস্তু সম্মন্ধীয় প্রশ্ন করে কীভাবে তার মধ্যে আগ্রহ, উৎসাহ, উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলবেন সে সম্বন্ধে পাঁচটি প্রশ্ন লিখুন।

১।

২।

৩।

৪।

৫।

আপনার সুবিধার জন্য দুটি নমুনা প্রশ্ন দেয়া হল।

- আচ্ছা বলো তো গ্রাম এবং শহরের মধ্যে পার্থক্য কি?
- তোমরা কেউ কী সিডর সম্মন্ধে কিছু বলতে পারবে? প্রয়োজনবোধে অধিবেশন ৪, পর্ব-গ এর চিত্রটি দেখতে পারেন।

লক্ষ্য করুন, আপনি যে প্রশ্ন ক'টি লিখেছেন তার সব উত্তর শিক্ষার্থী নিজ জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেবে। কারণ উত্তর সে নিজে পূর্ববর্তী পাঠ বা অন্য কোথাও থেকে সংগ্রহ করেছে। শিক্ষার্থীর কাছ থেকে নির্দিষ্ট সময়সীমার (৩ থেকে ৫ মিনিট) মধ্যে এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার পর আপনি নির্ধারিত পাঠের উপস্থাপন শুরু করবেন।

বিষয়বস্তু আলোচনায় আপনি অংশগ্রহণমুলক প্রশ্ন করতে পারেন যেন একই সাথে একাধিক শিক্ষার্থী উত্তর দিতে অংশগ্রহণ করতে পারে। একটি সম্পূর্ণ ধারণার উপর ছোট ছোট খন্ডিত প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীকে সামগ্রীক জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করবেন। টুকরো টুকরো প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা একে অপরের সাথে মত বিনিময়ের সুযোগ পায়।
যেমন,

- সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার ধাপদুটো কী কী? এমন একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে একাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন যদি এমন হয়,
- সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার আলোক পর্যায়ে কি ঘটে?
- সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার অন্ধকার পর্যায়ে কি ঘটে?

এ দুইটি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে ধারাবাহিকভাবে সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ করতে হয়, তখন যদি আপনি দলীয় অংশগ্রহণের সুযোগ দেন তবে শিক্ষার্থীরা পারস্পরিক মত বিনিময় করতে পারে। শিখনের জন্য পাঠে ক্রমান্বিত ধারাবাহিকতা অনুসরণ করা অপরিহার্য। অংশগ্রহণমূলক প্রশ্নকরণের মাধ্যমে আপনি এভাবে বিষয়বস্তু আলোচনা করতে পারেন। শিক্ষার্থীরা পারস্পরিক মতের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেয় ফলে অধিকাংশ শিক্ষার্থীর উত্তর সঠিক হয়। তখন স্বাভাবিকভাবেই আপনি সন্তুষ্ট হবেন।

a শ্রেণী শিখনে শিক্ষার্থীকে উৎসাহী করে তুলতে আপনার নির্বাচিত বিষয় থেকে যে কোন একটি বিষয়বস্তু বেছে নিয়ে পাঁচটি প্রশ্ন গঠন করুন।

আপনার সুবিধার জন্য দুটি নমুনা প্রশ্ন দেয়া হল।

- যে কোন একটি উপকরণ নিয়ে, যেমন, একটি পাতা বা গোলাকার কোন বস্তু হাতে নিয়ে শিক্ষক প্রশ্ন করতে পারেন।
  - বলো তো এটা কি?
  - এ রকম পাতা বা গোল বস্তু কী আর কোথাও দেখেছ?
  - কিসের সাথে এর মিল আছে? ইত্যাদি
- অথবা কোন উপকরণ ছাড়াও শুধুই বিষয়বস্তু সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন করতে পারেন। যেমন,
  - তোমরা কী কখনো ভ্রমণে গেছ?
  - সমুদ্রেও কিরূপ দেখেছ? ইত্যাদি।

পর্ব- ঘঃ আগ্রহ, উদ্দীপনামূলক প্রশ্নকরণ

শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠ্যবিষয়ের প্রতি আগ্রহ, উদ্দীপনা সৃষ্টি করার একটি উপায় হল শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপিত বিষয়বস্তুকে বাস্তব জীবনের সাথে সম্পৃক্ত করা। শিখনের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ সৃষ্টি হলে পরবর্তীতে তার মনে এর বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রশ্ন জাগবে। কিছু প্রশ্নের উত্তর সে নিজে তার পারিপার্শ্বিকতা থেকে খুঁজে নেবে, কিছু তার সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে তথ্য সংগ্রহ করে এবং কিছু শিক্ষকের উপস্থাপিত তথ্যাবলি থেকে সংগ্রহ করে সমন্বয় কওে সে স্পষ্ট ধারণা তৈরি করবে। আপনি যদি শ্রেণীশিক্ষণে পাঠ্যবিষয় বিশ্লেষণে প্রশ্নকরণের আশ্রয় নেন, তবে শিক্ষার্থী সক্রিয় হওয়ার সুযোগ পাবে এবং প্রশ্নের উত্তর দিতে যেয়ে তাকে চিন্তা করতে হবে, তথ্য অনুসন্ধান করতে হয়, আপনার এবং সহপাঠীদের সাথে ভাব বিনিময় করতে হবে, এসব করতে যেয়ে সে বিষয়বস্তু সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে পড়বে ও শিখনে উদ্দীপ্ত হবে।

সুতরাং একজন শিক্ষক হিসেবে আপনাকে মনে রাখতে হবে যে, শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ, উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে হলে শিক্ষণের বিভিন্ন পর্যায়ে আপনাকে প্রশ্ন করতে হবে এবং এ ব্যাপারে যথেষ্ট যত্নশীল ও সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে।

আপনি এমনভাবে প্রশ্ন করবেন যেন শিক্ষার্থী জ্ঞানার্জনের সাথে সাথে বিষয়বস্তুর উপর দক্ষতা অর্জনের প্রতিও মনোযোগী হয়। প্রশ্ন করার সময় ব্যবহৃত শব্দের প্রতি আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রদত্ত প্রশ্নের উত্তর এবং উত্তরের মান অনেকাংশে নির্ভর করবে শিক্ষক কর্তৃক ব্যবহৃত শব্দ,তার সহজ বোধগম্যতা এবং গঠন কৌশলের উপর। শিক্ষার্থীকে উদ্দীপ্ত করার জন্য আপনি শ্রেণীশিক্ষণের সম্পূর্ণ সময় ধরে ধারাবাহিকভাবে প্রশ্ন করবেন, অর্থাৎ প্রশ্নকরণ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। প্রশ্নকরণে উত্তম কৌশল অবলম্বনের ফলে শিখন পরিবেশ সুগম হয়, আপনি দ্বিধাহীনভাবে কোন রকম বিঘ্ন ছাড়াই শিক্ষণ পরিচালনা করতে পারবেন এবং কতটা

সফল আপনি হয়েছেন তা যাচাই করতে পারবেন।

a মাধ্যমিক স্ড়রের ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত যে কোন বিষয়ের উপর একটি পাঠটীকা তৈরি করুন। এই পাঠটীকা রচনার মূল উদ্দেশ্য হবে,

- শ্রেণীশিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনায় প্রশ্নকরণ কৌশলের ভূমিকা নির্ধারণ।
- প্রস্তুতি, উপস্থাপন, মূল্যায়ন ইত্যাদি বিভিন্ন সোপানে সঠিক ও কার্যকরী প্রশ্নের উপস্থাপন ও ব্যবহারবিধি নির্ধারণ।
- শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের জন্য পৃথক ও যথোপযুক্ত প্রশ্ন রচনা।

পরবর্তী অধিবেশনের ফাঁকা সময়ে অন্যান্য সহপাঠীদেও কাজের সাথে মিলিয়ে আপনার কাজের স্বমূল্যায়ন করুন।

মূল শিখনীয় বিষয়

আমরা এ অধিবেশনে প্রশ্নকরণ এবং শ্রেণীশিক্ষণে তার ভূমিকা সম্পর্কিত বিষয়বস্তুর সাথে পরিচিত হলাম।

প্রশ্ন কী- এ ধারনায় আমরা দেখেছি, যখন আমরা কোন কিছু জানতে চাই তখন প্রশ্ন করে বা প্রশ্নসূচক বাক্য ব্যবহার করে তা প্রকাশ করি। সুতরাং প্রশ্ন হ'ল-

"A question is any sentence which has an interrogative form or function".

অর্থাৎ প্রশ্নবোধক রূপ অথবা কাজ সংবলিত বাক্যকে প্রশ্ন বলা হয়।

প্রশ্নের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে গিয়ে আপনারা দেখেছেন, শ্রেণীশিক্ষণে শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় মৌখিক প্রশ্নকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সাধারণভাবে আমরা মনে করি, শিক্ষার্থীর অর্জন যাচাই করাই প্রশ্নকরণের উদ্দেশ্য। কিন্তু শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে আপনি যখন প্রশ্ন করেছেন তখন দেখেছেন বিষয়বস্তুর উপর শিক্ষার্থী অর্জন যাচাই করা শুধু নয়, প্রশ্নকরণের আরও অনেক উদ্দেশ্য আছে। নিচে লক্ষ্য করুন প্রশ্নকরণের বিবিধ উদ্দেশ্য।

- শিক্ষার্থীর মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য।
- তাকে সক্রিয় করার জন্য।
- শিক্ষার্থীর প্রস্তুতি যাচাই করার জন্য।
- শিক্ষার্থীর মধ্যে বিশ্লেষণধর্মী চিন্তনের দক্ষতা ও অনুসন্ধানের আচরণ বৃদ্ধি করার জন্য।
- পূর্ববর্তী পাঠের রিভিউ এবং সারাংশ তৈরি করার জন্য।
- বিভিন্ন তথ্যের মধ্যে নতুন সম্বন্ধ উন্মোচন করে শিক্ষার্থীর অন্তর্দৃষ্টি লালন করার জন্য।
- পাঠের নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কতটা অর্জিত হল তা পরিমাপ করার জন্য।
- শিক্ষার্থীকে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে জ্ঞান চর্চায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য শ্রেণীকক্ষে প্রশ্ন করা হয়।

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করার পূর্বে আপনাকে নিশ্চিত হতে হবে যে আপনার প্রশ্ন যেন মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থি না হয়। অর্থাৎ প্রশ্ন সরাসরি উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক হবে। এবং সেইসাথে শিক্ষার্থীর সক্রিয় শিখনে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে। তখনই সে প্রশ্নকে ভাল বা উত্তম প্রশ্ন বলা হবে।

ভাল প্রশ্ন-

- তথ্যের মূলভাব বহন করে।
- সুগঠিত এবং সহজবোধ্য।
- শিক্ষক নির্দেশিত বিষয় সম্পর্কিত।
- শিক্ষার্থীর পূর্ব ও বর্তমান অভিজ্ঞতার সাথে সমন্বিত।

- সুনির্দিষ্ট, অর্থবোধক ও সুনিয়ন্ত্রিত।
- শিখন ত্বরান্বিত করে।
- শিক্ষাথীর বুদ্ধি ও সামর্থভুক্ত।
- উৎসাহব্যঞ্জক ও সঠিক উত্তর বহন করে।
- শিক্ষার্থীর আত্মবিকাশের সুযোগসমৃদ্ধ।

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গঠনে মৌখিক প্রশ্নকরণের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে পারস্পারিক আদান প্রদান মৌখিক প্রশ্নোত্তোরের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। শিক্ষক প্রশ্ন করেন শিক্ষার্থী উত্তর দেয় অথবা শিক্ষার্থী প্রশ্ন করে শিক্ষক উত্তর দেন। এভাবে শিক্ষার্থীর মধ্যে উদ্দীপনা, কৌতুহল ও মূল্যবোধ জন্ম নেয়। সুগঠিত নির্ভরযোগ্য প্রশ্ন সফল শিক্ষণের অন্যতম শর্ত।

প্রশ্নকরণ প্রক্রিয়াতে শিক্ষার্থী কিভাবে অংশগ্রহণ করে,

- প্রশ্ন মনোযোগ দিয়ে শোনে।
- প্রশ্নের অর্থ অনুধাবন করে।
- নিজের মনে মনে একটি উত্তর তৈরী করে।
- সঠিক বাক্য গঠন করে উত্তর দেয়।
- একটি সংশোধিত উত্তর প্রস্তুত করে (শিক্ষকের চাহিদা এবং ফলাবর্তনের উপর এই পদক্ষেপ নির্ভর করে)।

শিক্ষা গবেষকরা গবেষণার মাধ্যমে দেখেছেন যে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের মৌখিক প্রশ্নের মাধ্যমে শেখা বা জ্ঞানের জগতে প্রবেশ করা লিখিত প্রশ্নের মাধ্যমে শেখার চাইতে বেশি ফলপ্রসূ হয়।

কোন একটি প্রশ্নে শিক্ষার্থী যে উত্তর দেয় সেখান থেকে শিক্ষক তাৎক্ষণিকভাবে সরাসরি Feedback পান এবং তার নির্দেশনা কতটা ফলপ্রসূ হ'ল তা বুঝতে পারেন। গাঠনিক মূল্যায়নের জন্যও মৌখিক প্রশ্নকরণ অত্যন্ড় কার্যকরী হয়। শিক্ষক এমনভাবে প্রশ্ন করেন যেন তার পাঠ পরিকল্পনার প্রতিটি স্তরের গঠন ও বিন্যাস কতটা সার্থক হ'ল তা যাচাই করা যায়। প্রশ্ন পেয়ে শিক্ষার্থী তার উত্তর দিতে যেন আগ্রহী হয় শিক্ষক প্রশ্ন করার সময় সেদিকে সতর্ক থাকেন। সঠিক উত্তর দিতে পেরে সে অনুপ্রেরণা লাভ করে এবং শিখনে সক্রিয় হয়। এভাবে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণে এবং ধারনা স্পষ্ট করার জন্য সে সতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শিক্ষককে প্রশ্ন করে। তাই শিক্ষার্থীর বয়স, পাঠ্য বিষয়ের কাঠিন্য, ইত্যাদির প্রতি খেয়াল রেখে আপনাকে মৌখিক প্রশ্ন তৈরি করতে হবে।

পাঠ সঞ্চালন ও আলোচনার সময় প্রশ্নোত্তর প্রক্রিয়া অবলম্বন করলে শিক্ষার্থীর শিখনে সুবিধা হয়, এ সম্পর্কে Lorsh এবং Ronkowski (১৯৮২) বলছেন "Instructor initiated questions enhance student learning by:

- Developing critical thinking skills
- Reinforcing student understanding
- Correcting student misunderstanding
- Providing feedback for students
- Enlivening class discussion.

(*http://www.id.ucsb.edu/ic/ta/tips/quest.html)

আগ্রহ, উদ্দীপনামূলক প্রশ্নকৌশল

- প্রাত্যহিক জীবনের কোন ঘটনার সাথে মিল রেখে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করবেন।
- মূল ধারণার উপর ভিত্তি করে সকল শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করবেন।
- প্রশ্ন করা এবং শিক্ষার্থীর উত্তর প্রদানের মধ্যে "অপেক্ষার সময় বা Wait-time হিসেবে ৩ থেকে ৫ সেকেন্ড সময় দেবেন। নিম্নমানের জ্ঞানমূলক প্রশ্নের জন্য ৩ সেকেন্ড সময় এবং উচ্চমানের জ্ঞানমূলক প্রশ্নের জন্য ৫ সেকেন্ড চিন্তার সময় দিতে হয়।
- শুদ্ধ উত্তর পেলেই সাথে সাথে প্রশংসা বাক্য উচ্চারণ করবেন।
- ভুল উত্তর হলেই 'ভুল হয়েছে', 'হল না' ইত্যাদি বলবেন না। ঘুরিয়ে বলবেন ..... "সঠিক হল কি ?"

আগ্রহ, উদ্দীপনামূলক প্রশ্ন

শ্রেণীকক্ষে যে প্রশ্নই করুন না কেন তা অবশ্যই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হতে হবে। উদ্দেশ্য হ'ল, শিক্ষার্থীকে আগ্রহী করা, তাকে উদ্দীপ্ত করা। সুতরাং আপনার প্রশ্নকরণে সঠিক নিয়ন্ত্রণ না থাকলে শিক্ষার্থী উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে অথবা উৎসাহী হওয়ার সুযোগ পাবে না।

উদ্দীপনামূলক প্রশ্ন কার্যকরী হয় যদি বিষয়বস্তু উপস্থাপনকালে যথার্থ উপকরণ ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন চার্ট, মডেল বা বাস্তব উপকরণ শিক্ষার্থীর মনে প্রশ্নের উদ্রেক করে। যেমন, এটা কী, কিসে ব্যবহৃত হয়, কেন ব্যবহৃত হয়, কি দিয়ে তৈরী, কখন কাজে লাগে ইত্যাদি জাতীয় প্রশ্ন সে করে। অন্যদিকে শিক্ষকের প্রশ্নের প্রতিও সে মনোযোগী হয়।

যদি এমন একটি প্রশ্ন করা হয়,

"দূষিত পরিবেশে কী বেঁচে থাকা সম্ভব?"

বিভিন্নভাবে শিক্ষার্থীরা এর উত্তর দেবে। একে অপরের সাথে মত বিনিময় করবে, দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হবে, শিক্ষকের সাহায্য প্রত্যাশা করবে, ফলে পারস্পারিক যোগাযোগ ও বিনিময়ের মধ্য দিয়ে এক নতুন জ্ঞানের উদ্ভব হবে।

শ্রেণীশিক্ষণ প্রক্রিয়ায় প্রশ্নকরণ সহজ কাজ নয়। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য যথেষ্ঠ সংখ্যক বৈচিত্রপূর্ণ প্রশ্ন করতে হয়।

মূল্যায়ন

১. কোনটি প্রশ্ন?

A. নির্দিষ্ট জায়গায় উত্তর লিখুন
B. নিচের প্রশ্নগুলো পড়ুন
C. এ বিষয়ে আপনার মতামত লিখুন
D. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উত্তর লিখুন।

২. প্রশ্নকরণের উদ্দেশ্য কোনটি?

A. শিক্ষার্থীর স্মৃতিশক্তি যাচাই করা
B. পাঠ্যবিষয়ে শিক্ষার্থীকে মনোযোগী করা
C. শিক্ষার্থীর মূল্যবোধ গঠন করা
D. শিখন পরিবেশ নিয়ন্ত্রন করা।

৩. শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পারস্পারিক ভাব বিনিময়ে কীভাবে প্রশ্নকরণ সাহায্য করে?

৪. শিখন- শিক্ষণ কার্যক্রমে কোন কোন বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষক প্রশ্ন করেন?

ইউনিট- ৯ অধিবেশন- ২

শিক্ষার্থীদের মূল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধকরণ,উচ্চমার্গীয় চিন্তনে উৎসাহিতকরণ ও শিখন পরিবীক্ষণে উৎসাহিতকরণ মূলক প্রশ্ন করা

ভূমিকা

এই ইউনিটের প্রথম অধিবেশনে আমরা প্রশ্নকরণ ও তার উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদির সাথে পরিচিত হয়েছি। শিক্ষার্থীর সক্রিয় শিখনে প্রশ্নোত্তোর খুবই কার্যকরী একটি কৌশল, বিষয়টি আমরা সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করেছি। কিন্তু শিক্ষার্থীকে সক্রিয় রাখতে হলে প্রধানত তার আগ্রহ ও প্রবণতার দিকে গুরুত্ব দিতে হয়। আপনার শ্রেণীতে কোন শিক্ষার্থী কোন বিষয়টি পছন্দ করে, কখন বা কী অবস্থায় সে কাজে মন দিতে পারে, তার মানসিক ও শারীরিক ক্ষমতা কতটা ইত্যাদি ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা থাকলে সহজে তাকে প্রশ্ন করতে পারবেন বা তার সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। শিক্ষার্থীর সাথে আন্ড়রিক পরিবেশে যোগাযোগ রক্ষা করা প্রশ্নোত্তরের অন্যতম উদ্দেশ্য- এ বিষয়ে নিশ্চয় আপনাদের কোন দ্বিমত নেই? শিক্ষার্থীর নিজ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পরিবেশ রচনা করে, তার সাথে যোগাযোগ ও মতবিনিময় করা উত্তম। এর ফলে একদিকে শিক্ষার্থী শিখনে আনন্দ পাবে এবং অন্যদিকে আপনার সুকৌশল প্রশ্নকরণ তাকে ক্রমান্বয়ে বিষয়বস্তুর প্রতি মনোযোগী করে তুলবে। এ জন্য শিক্ষক হিসেবে আপনার করণীয় হ'ল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নকরণের মাধ্যমে বিষয়বস্তুর প্রতি ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীর মনোযোগ গভীরতর করা।

আমরা এ অধিবেশনে প্রশ্নকরণের মাধ্যমে কীভাবে মূল বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীকে আকৃষ্ট করা যায় এবং কীভাবে তার শিখন অভিজ্ঞতার উৎকর্ষ সাধন ও উচ্চ চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটানো যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করব।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- শ্রেণিশিক্ষণে মৌখিক প্রশ্নের মাধ্যমে মূল বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারবেন।
- প্রশ্নকরণের মাধ্যমে উচ্চমার্গীয় চিন্তনে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে পারবেন।
- প্রশ্নকরণ প্রয়োগে শিক্ষার্থীদের শিখন পরিবীক্ষণে উৎসাহিত করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ মৌখিক প্রশ্নের মাধ্যমে মূল বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি নিবদ্ধকরণ

আসুন, অধিবেশনের প্রথম পর্বে মূল বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে একজন শিক্ষককে কী কী বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে হবে সে নিয়ে আলোচনা করি। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তারা বয়সের কারণে অস্থির ও বিক্ষিপ্ত চিন্তনে অভ্যস্থ। চারপাশের জাগতিক প্রায় সবকিছু নিয়ে তাদের কৌতুহল থাকে এবং সেসব বিষয় নিয়ে নানাধরনের প্রশ্ন তাদের কিশোর মনে উদয় হয়। এ কারণে কোন বিষয়ে, বিশেষ করে যা একঘেয়ে, ক্লান্ড়িকর, তার প্রতি তাদের মনোযোগ নয় বরং অনীহা প্রকাশ পায়। দিনের একটি দীর্ঘ সময় ধরে শিক্ষার্থীরা শ্রেণীপরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের সাথে সময় কাটায়। নির্দিষ্ট সময় পর পর বিভন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে একের পর এক শিক্ষক ক্লাস নিতে থাকেন। ফলে একদিকে তারা শ্রেণীকক্ষের বদ্ধ পরিবেশে ক্লান্তিবোধ করে, অন্যদিকে একজন শিক্ষক চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য একজন শিক্ষক যখন পৃথক বিষয় ও বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করতে উদ্যোগ নেন তখন স্বভাবতই তারা পূর্বের বিষয়ের রেশ কাটাতে পারে না এবং বিরক্ত বোধ করে। এজন্যই কোন নির্দিষ্ট বিষয় শিখনের জন্য শিক্ষার্থীকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে শিক্ষককে বিভিন্ন ধরনের কৌশল প্রয়োগ করতে হয়। প্রশ্নকরণ এ রকম একটি চমৎকার কৌশল।

নিচের ছকটিতে শিক্ষণ-শিখন পরিবেশ সম্মন্ধে দশটি তথ্য দেয়া আছে। প্রতিটি তথ্য ভাল করে পড়ুন এবং বক্তব্যগুলো সম্মন্ধে পাশে টিক চিহ্ন দিয়ে হ্যাঁ/না সংক্রান্ত মতামত প্রকাশ করুন।

শিক্ষণ পরিবেশ সম্বন্ধীয় তথ্য	হ্যাঁ	না
শ্রেণীপরিবেশ গঠনের জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীর জ্ঞানের স্তর থেকে প্রশ্ন করেন।		
সব বিষয়ের ক্ষেত্রেই শিক্ষক প্রথমে কিছু তথ্য পরিবেশনের পর এ সম্পর্কে শিক্ষার্থীর জ্ঞান যাচাই করেন।		
শিখনের জন্য প্রদর্শিত উপকরণের সাথে শিক্ষার্থীর পূর্ব পরিচয় অপরিহার্য।		
উপকরণের আকার, অবস্থান, কার্যকারিতা ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মনোভাব শিক্ষক প্রশ্ন করে জেনে নেন।		
উপকরণটি শিক্ষার্থীর পরিচিত না হলে শিক্ষক প্রথমেই সেটি সম্পর্কে কিছু বিবৃতি দেন।		
বিষয়বস্তু সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের বিক্ষিপ্ত ও বিচিত্র ধারণা সম্পর্কে		

প্রশ্নকরণ শিক্ষণ পরিবেশে বিঘ্ন সৃষ্টি করে।		
শিক্ষার্থী ভুল উত্তর দিলে বা উত্তর দিতে ব্যর্থ হলে শিক্ষক তার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হন।		
বিবৃতি প্রদানের ফাঁকে ফাঁকে শিক্ষার্থীর কৌতুহল নিবৃত্ত করা শিক্ষকের অন্যতম কর্তব্য।		
যে কোন বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষার্থী কি জানে তা যাচাই করাই প্রশ্নকরণের উদ্দেশ্য।		
মূল্যায়নের সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা উভয়ই যাচাই করেন।		

এ কাজটি আপনি আপনার সুবিধামত সময়ে নিজে করবেন। পরের টিউটোরিয়াল সেশনে এ কাজ নিয়ে টিউটরের পরামর্শ ও নির্দেশনা অনুযায়ী শ্রেণীর অন্যান্য প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে আপনার মতামত মিলিয়ে একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে আসার উদ্যোগ নেবেন।

আপনার উত্তরের সাথে প্রতিটি বক্তব্যকে মিলিয়ে দেখুন যে শিখন-শিক্ষণ পরিবেশে শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করার জন্য একজন শিক্ষককে বিষয়বস্তু, শ্রেণীপরিবেশ এবং শিক্ষার্থী ইত্যাদি সবকিছুর উপর নির্ভর করতে হয়। শ্রেণীপরিবেশের প্রতিটি উপাদান শিক্ষার্থীর মনোযোগ সৃষ্টি ও শিখনে কার্যকরী ভুমিকা রাখে। সেজন্য প্রশ্ন করার সময় শিক্ষার্থীর কার্যসম্পাদন, আচরণ ইত্যাদিতো বটেই শ্রেণীবিন্যাস, উপকরণ, সময় এ সবের উপরও শিক্ষক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। যেমন, নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা সম্বন্ধীয় বিষয়বস্তু উপস্থাপনের পূর্বে পাঠের ধারাবাহিকতা রক্ষার উদ্দেশ্যে এর ঠিক আগের বিষয়বস্তু (ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বা অন্য কিছু) সম্মন্ধে শিক্ষার্থীর জ্ঞান কতটুকু আছে এবং সে ব্যাপারে তার আগ্রহই বা কেমন তা শিক্ষককে যাচাই করে নিতে হয়। এভাবে তিনি পাঠ্যবিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীর মনোযোগ তৈরি করতে থাকেন। যেমন দেখুন কোন উপকরণ দেখিয়ে প্রশ্ন করতে হলে শিক্ষক বলবেন,

- এখানে তোমরা কী দেখছ?
- এটি কি তোমরা চেন?

আমার হাতে এটা কী দেখছ?
- এটা দিয়ে কী কাজ করা হয় বলতে পার?
- এখানে যদি একটি মোমবাতি ধরাই কী হবে?

এবার তিনি বিষয়বস্তুর প্রতি শিক্ষার্থীকে আকৃষ্ট করার জন্য এ সম্বন্ধে আরও প্রশ্ন করতে থাকেন।

সুতরাং শ্রেণীপরিবেশে যে প্রশ্ন আপনি করবেন, লক্ষ্য রাখবেন তা যেন বিষয়বস্তু ও শিক্ষার্থীর আগ্রহ থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়। আবার আপনার প্রশ্ন যেন শিক্ষার্থীকে মূল বিষয়ের প্রতি ক্রমশ: আগ্রহী করে তুলতে পারে সে দিকেও আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তবে এক্ষেত্রে এমন প্রশ্ন করবেন না যার উত্তর দিতে শিক্ষার্থীকে খুব বেশি চিন্তা করতে হয়। শিক্ষার্থী তা জানা জগৎ থেকে উত্তর দিয়ে স্বাচ্ছন্দবোধ করবে এবং উৎসাহী হবে।

আপনার নির্বাচিত বিষয় থেকে যে কোন একটি বিষয়বস্তু নিয়ে এ সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান যাচাই এবং একইসাথে তার মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য পাঁচটি প্রশ্ন গঠন করুন।

আপনার বিষয়বস্তু উল্লেখ করে প্রশ্নগুলো লিখুন।
বিষয়বস্তু:

ক্রমিক নং	প্রশ্ন
১	
২	
৩	
৪	
৫	

এখন দেখুন, যে প্রশ্নগুলো আপনি লিখেছেন তা শিক্ষার্থীর মনোযোগ আর্কষণ করতে কতটা উপযোগী হবে এবং যে বিষয়বস্তু আপনি উপস্থাপন করবেন তার সাথেই বা কতটা সঙ্গতিপূর্ণ।

পর্ব- খ: উচ্চমার্গীয় চিন্তনে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিতকরণ

এতক্ষণ আমরা বিষয়বস্তুর প্রতি শিক্ষার্থীকে মনোযোগী করে তুলতে কীভাবে প্রশ্নকরণ কৌশল ব্যবহার করা যায় তা বিভিন্নভাবে আয়ত্ত করার চেষ্টা করেছি। শিক্ষার্থীকে মনোযোগী করার পর সে মনোযোগ ধরে রাখার জন্য তাকে ঐ বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা করার সুযোগ দিতে হয়।

বিস্ময় ব্যক্তিকে ভাবিয়ে তোলে। শ্রেণীকক্ষে আপনি বিষয়বস্তু সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করেন, শিক্ষার্থী তা মনে রাখে বা খাতায় নোট করে নেয়। পরবর্তীতে এ সম্বন্ধে আপনি যখন প্রশ্ন করেন, এটা কী? কেন? ওটা কী? কেন? এটা এবং ওটার সাথে সম্পর্ক কী? এ দুয়ের উৎস কোথায়? এক না ভিন্ন? ইত্যাদি। শিক্ষার্থী তখন খাতা খোলে বা স্মৃতি হাতড়ায় এবং চিন্তা করে। চিন্তা করতে যেয়ে সে বিষয়বস্তু সংক্রান্ড় অন্য বহু তথ্যের সন্ধান পায় এবং ক্রমশ: সে বিস্মিত হয়। এ বিস্ময়ই নতুন কিছু জানার জন্য তাকে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন করে। ফলে

একদিকে সে যেমন কৌতুহলী হয়ে ওঠে, নুতন নুতন বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করতেও সে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

আমরা প্রতিদিন নানা ধরনের চিন্তা করি। সাধারণভাবে সবসময়ের জন্য যা ভাবি তা আমাদের চারপাশের জগতে প্রতিনিয়ত যা ঘটছে তা নিয়েই ভাবি। কিন্তু যা সর্বক্ষণ চোখের সামনে ঘটতে দেখা যায় না, অথচ ঘটতে পারে বা ঘটা উচিৎ এমন বিষয় নিয়ে শিক্ষার্থী কল্পনা করতে পারে যদি তার মধ্যে চিন্তনশক্তির জন্ম দেয়া যায়। একজন শিক্ষক এ কাজটি করতে পারেন।

"লাল সবুজে মেশান পতাকাটি নীল আকাশে উড়ছিল।" এ তথ্য দেয়ার পর আপনার প্রশ্ন কেমন হবে?

- পতাকাটি কেমন ছিল?
- পতাকাটি কী করছিল?
- পতাকাটি কোথায় ছিল?
- জায়গাটি কেমন ছিল?

লক্ষ্য করুন প্রশ্নগুলোর উত্তর উল্লিখিত তথ্যের মধ্যে আছে। শিক্ষার্থী উত্তর জেনেছে, শুধু স্মৃতি হাতড়ে বলতে পারবে। কিন্তু যদি এমন প্রশ্ন করা যায়

- ➢ পতাকাটি আকাশে কেন উড়ছিল- ব্যাখ্যা কর। তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।
- ➢ যদি তোমাকে এভাবে আকাশে উড়তে বলা যায়, তুমি পারবে? কেন?

এবার লক্ষ্য করুন এ দুটি প্রশ্ন শিক্ষার্থীকে বিস্মিত করে বা ভাবিয়ে তোলে এবং প্রশ্নের উত্তর তথ্যের মধ্যে নাই। শিক্ষার্থীকে উত্তর বলতে বা লিখতে হলে তার নিজ ইচ্ছা, দৃষ্টিভঙ্গি, রুচি এবং প্রবণতা ইত্যাদির প্রকাশ ঘটাতে হবে। সর্বোপরি উত্তর দেয়ার জন্য চাই বিশদ জ্ঞান, যা সংগ্রহ করার জন্য শিক্ষার্থী উদ্যোগী হবে।

তাহলে শিক্ষার্থীদের উচ্চমার্গীয় চিন্তনে উদ্বুদ্ধ করতে কীভাবে প্রশ্ন করতে হবে সে সম্পর্কে নিশ্চয় আপনার ধারণা স্পষ্ট হয়েছে। এবার আসুন কিছু প্রশ্ন তৈরি করা যাক।

আপনি আপনার বিষয় থেকে একটি শ্রেণীতে উপস্থাপন করতে পারবেন, এমন বিষয়বস্তু নিন। এবার দশটি প্রশ্ন গঠন করুন।

প্রশ্ন গঠনের সময় লক্ষ্য রাখবেন

- ⇨ শিক্ষার্থীর চিন্তন যেন বিক্ষিপ্ত না হয়।
- ⇨ মূল তথ্য থেকে চিন্তন যেন ধীরে ধীরে উচ্চ স্তরে চলমান হয়।
- ⇨ প্রশ্ন করার সময় শিক্ষার্থীর বয়স, পরিবেশ, সময় ইত্যাদি বিবেচনায় রাখবেন।
- ⇨ প্রশ্নের উত্তর থেকে শিক্ষার্থীর আগ্রহ, প্রবণতা ইত্যাদির বিকাশ ঘটবে।

পর্ব- গঃ শিক্ষার্থীদের শিখন পরিবীক্ষণে উৎসাহিতকরণমূলক প্রশ্ন

শ্রেণীশিক্ষণে কোন বিষয়বস্তু উপস্থাপন শেষে আপনি ধারণা করতে পারেন যে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু থেকে অর্জনযোগ্য মোটামোটি সবটুকুই আয়ত্ব করতে পেরেছে। কারণ শিক্ষণের প্রায় সর্বক্ষণ ধরে আপনি ধারাবাহিকভাবে তার অগ্রগতি যাচাই করেছেন।

আপনার নির্বাচিত বিষয়বস্তু থেকে যে কোন একটি বিষয়বস্তু নিয়ে শিক্ষণ উদ্দেশ্য লিখুন।

শিক্ষণের পর আপনি শ্রেণীতে আপনার কাজগুলো কতটা সফলতার সাথে সম্পন্ন করতে পেরেছেন তা যাচাই করার উদ্দেশ্যে নিচের প্রশ্নগুলো পড়ুন।

১. বিষয়বস্তু সম্পর্কিত শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান সামঞ্জস্যপূর্ণ ও যথেষ্ট ছিল?
২. সকল শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান কী যাচাই করা হয়েছে?
৩. উপস্থাপনের জন্য তথ্য পর্যাপ্ত ছিল?
৪. তথ্য বিশ্লেষণে কৌশল ও পদ্ধতি যথোপযুক্ত ছিল কী?
৫. শিক্ষার্থী সাড়া কেমন ছিল?
৬. কর্ম সম্পাদনে সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ ছিল কী?
৭. সকল শিক্ষার্থী কর্ম সম্পাদন যোগ্যতা অর্জন করেছে?
৮. ভুল উত্তরদাতা শিক্ষার্থীকে সংশোধন করেছেন?
৯. অমনোযোগী শিক্ষার্থীর জন্য আপনার পদক্ষেপ কী ছিল?
১০. ব্যবহৃত উপকরণ শিক্ষার্থীদের কীভাবে কাজে লেগেছে?

১১. নির্ধারিত শিখনফল কি অর্জিত হয়েছে?

একটি শ্রেণীকক্ষে আপনার শিক্ষণ পরিচালন কল্পনা করে উপরের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন।

১। ----------
২। ----------
৩। ----------

এবার পূর্বে লিখিত শিক্ষণ উদ্দেশ্যসমূহের সাথে মিলিয়ে দেখুন কতটা আপনি অর্জন করতে পেরেছেন।

কারণ শিক্ষার্থীর শিখনফল অর্জন

- শ্রেণীশিখনে তার সম্পৃক্ততা
- বিষয়বস্তুর জ্ঞান অর্জন
- কর্ম সম্পাদনে তার সংশ্লিষ্টতা
- কর্ম সম্পাদন যোগ্যতা
- আগ্রহ, মনোযোগ ও উদ্যম
- শিক্ষক ও সহপাঠিদের প্রতি মনোভাব ইত্যাদি সকল বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

শিক্ষার্থীদের শিখন পরিবীক্ষণের মাধ্যমে শিখনফল অর্জনের এই বিভিন্ন দিক মূল্যায়ন করা সহজ হয়। সেইসাথে আপনার উদ্দেশ্য অর্জনে কোন বাধা বা বিঘ্ন থাকলে তা দূর করার সুযোগ পাবেন।

শিক্ষার্থীর শিখন পরিবীক্ষণের জন্য আপনি বিভিন্নধরনের কৌশল প্রয়োগ করতে পারেন। প্রশ্নকরণ এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও কার্যকরী।

নিচে পরিবীক্ষণের জন্য পাঁচটি প্রশ্ন গঠন করুন।

১।
২।
৩।
৪।
৫।

লক্ষ্য করুন আপনার প্রশ্ন এবং প্রশ্নকরণ যেন শিক্ষার্থীর শিখনফলের বিভিন্ন দিক মূল্যায়ন উপযোগী হয়।

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থী, অধিবেশন শেষ করার আগে চলুন একবার দেখা যাক অধিবেশনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধকরণমূলক, উচ্চমার্গীয় চিন্ড়নমূলক এবং শিখন পরিবীক্ষণমূলক এ তিন ধরনের প্রশ্নকে পৃথকভাবে শনাক্ত করতে পারি কিনা।নিচের প্রশ্নগুলো বিক্ষিপ্তভাবে দেয়া আছে। আপনি নিচের ছকে প্রশ্নগুলো শ্রেণীবিন্যাস করে লিখবেন।

- নিউক্লিয়াসকে কোষের প্রাণকেন্দ্র বলা হয় কেন?
- সবুজ পাতা নেই, এমন কোন গাছ কি তোমরা দেখেছ?
- গতকাল দেয়া বিভিন্ন প্রকার পাতা সংগ্রহ করার কাজে তুমি কত ধরনের পাতা সংগ্রহ করেছ?
- গতকাল বায়ুমন্ডলের কয়টি স্তর নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম তোমার মনে আছে?
- এভাবে বৃক্ষনিধন চলতে থাকলে আগামী কয়েক দশকের মধ্যে পৃথিবীর অবস্থা কিরূপ হবে?
- টিকটিকির মত সরীসৃপ শ্রেণীভূক্ত আর একটি প্রাণীর উদাহরণ দাও।
- একমাত্র সবুজ উদ্ভিদই পৃথিবীপৃষ্ঠে জীবকুলের প্রাণ রক্ষাকারী– ব্যাখ্যা কর।
- বলতো মানুষের চোখ ও ক্যামেরার মধ্যে মৌলিক মিল কোথায়?
- কিসের উপর ভিত্তি করে তুমি মানুষকে শ্রেষ্ঠ জীব বলো?
- সবাত ও অবাত শ্বসনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।

মূল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধকরণমূলক প্রশ্ন	উচ্চ মার্গীয় চিন্তনে উৎসাহিতকরণমূলক প্রশ্ন	শিখন পরীবিক্ষণে উৎসাহিতকরণমূলক প্রশ্ন

আপনার শ্রেণীবিন্যাস কতটা সঠিক ও উপযোগী তা পরবর্তী টিউটোরিয়ালে টিউটরের সাহায্য নিয়ে চূড়ান্ত করতে পারেন।

মূল শিখনীয় বিষয়

এ অধিবেশনে আমরা প্রশ্নকরণের মাধ্যমে শ্রেণীশিখনে শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ করার কৌশল রপ্ত করেছি। শিক্ষার্থীর বয়স, শ্রেণী, বিষয় এবং বিষয়বস্তু, শ্রেণীপরিবেশ এবং সময় ইত্যাদি সব কিছুর উপর শ্রেণীকক্ষের মৌখিক প্রশ্নের ধরন এবং উপযোগিতা নির্ভর করে,এ ব্যাপারে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। সে কারণে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় প্রশ্নের প্রকৃতি ও ধরনও ভিন্ন হয়। ভাষা শিক্ষার জন্য যে প্রশ্ন করা হবে অবশ্যই বিজ্ঞান বা গণিত বিষয়ের প্রশ্ন থেকে তা অনেকাংশেই ভিন্ন। এ কারণে আপনি প্রতিদিন ক্লাশে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করার পূর্বে, উপস্থাপনের সময় এবং বিভিন্ন তথ্যের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের সময় ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির প্রশ্ন করে মূল বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থী বিভিন্ন প্রকার অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়, বিভিন্ন ধরনের পরিবেশকে মোকাবেলা করে। কখনও আপনি বিষয়বস্তু সম্মন্ধে তার পূর্ব অভিজ্ঞতা যাচাই করবেন, কখনও বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করবেন, কখনও প্রদর্শন করবেন, এভাবে বিভিন্ন অবস্থায় শিক্ষার্থীর অর্জন, তার কর্মসম্পাদন যোগ্যতা ইত্যাদি সবকিছু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেয়ার জন্য আপনাকে প্রশ্নকরণে বৈচিত্র্য আনতে হবে।

বিষয়বস্তুর প্রতি শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য শিক্ষক দৃষ্টি নিবদ্ধকরণমূলক প্রশ্ন করেন। বিষয়বস্তু উপস্থাপনার পূর্বে বিভিন্ন কৌশলে এ জাতীয় প্রশ্ন করার জন্য সুযোগ তৈরি করে নিতে হবে। যেমন সংশ্লিষ্ট কোন চিত্র দেখিয়ে প্রশ্ন করতে পারেন, বলো তো এটা কী? অথবা সংশ্লিষ্ট কোন গল্প বা ঘটনা বর্ণনা করে বলতে পারেন, কিসের সাথে তোমরা এর মিল পাচ্ছ? বা, বলো তো এ রকম তোমরা আগে কোথাও দেখেছ নাকি?

এখানে দৃষ্টিনিবদ্ধকারী প্রশ্নকরণের কিছু নমুনা দেয়া হল, অনুশীলনের জন্য আপনি এগুলো ব্যবহার করতে পারেন।

১. প্রদর্শনমূলক পাঠের জন্য শিক্ষক এ ধরণের প্রশ্ন করতে পারেন

- ..... এর মধ্যে তোমরা কি দেখছ?
- ..... এই রাসায়নিক বস্তুর আকার, গঠন কেমন?

২. ভূগোল, ইতিহাস বিষয়ের পূর্ব দিনের উপস্থাপিত বিষয় সম্পর্কে এরূপে প্রশ্ন করা যায়।

- ..... এ সম্বন্ধে তোমার কী মনে আছে বলোতো?

৩. প্রজেক্টমূলক বাড়ির কাজ সম্পর্কে এভাবে প্রশ্ন শুরু করা যায়

- ..... সম্বন্ধে তুমি কী বের করেছ বলো তো?

শ্রেণীকক্ষে মৌখিক প্রশ্নকরণের মাধ্যমে নিচের কাজগুলো সম্পাদন করা যায়ঃ

- শিক্ষার্থীর শিখনকালীন কোন অসুবিধা শনাক্ত করা।
- বিষয়বস্তুর সূচনা করা।
- বিশ্লেষণধর্মী চিন্তনে শিক্ষার্থীকে উজ্জীবিত করা।
- সমস্যা-সমাধানমূলক পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীকে দিক নির্দেশনা দেয়া।
- কল্পনাধর্মী চিন্তনে উৎসাহিত করা।
- উৎসাহ বৃদ্ধি করা।
- বিষয়বস্তুর অর্থ গঠনে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করা।
- পাঠের মূল বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা।
- কম উৎসাহী শিক্ষার্থীকে আলোচনায় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।
- শিক্ষার্থীর চিন্তন অভ্যাস গঠনে সহায়তা করা ইত্যাদি।

মূল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার জন্য যে ধরনের প্রশ্ন করা হয় তা প্রতিফলন বা Reflective প্রকৃতির হওয়া উচিত। খুব উচ্চ বুদ্ধির প্রশ্ন না করে Reflective বা চিন্তামূলক প্রশ্ন করা হয় এজন্য যে প্রথমেই শিক্ষার্থী উচ্চমার্গীয় চিন্তা করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না। উপস্থাপিত বিষয়বস্তু সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর ধারণা কী তা প্রথমেই জানতে চাওয়া হলে তারা অন্তরঙ্গ বোধ করে, স্বত:স্ফূর্ততা নিয়ে উত্তর দিতে এগিয়ে আসে, আরও জানার জন্য প্রশ্ন করে এবং এভাবে ক্রমশ বিষয়বস্তুর গভীরে যেতে সমর্থ হয়।

মানুষের চিন্তনের একাধিক স্তর আছে। চিন্তনের উচ্চমার্গীয় স্তরে পৌঁছতে তাকে অনেকগুলো ধাপ পার হতে হয়। সম্ভাবনাময় একজন শিক্ষার্থীকে শ্রেণীকক্ষের শিক্ষক সবসময় পাঠের বিষয়বস্তু উপস্থাপনের সময় প্রশ্ন করতে করতে ধীরে ধীরে বিষয়বস্তুর গভীরে প্রবেশ করেন, ফলে শিক্ষার্থী ক্রমশ: উচ্চমার্গীয় চিন্তনের সুযোগ পায় এবং উৎসাহী হয়।

বিদ্যালয়ে শ্রেণীশিক্ষণ মূলত শিক্ষার্থীর সকল প্রকার বুদ্ধিবৃত্তিমূলক চিন্তনের উৎকর্ষ সাধনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। শ্রেণীভিত্তিক পাঠ্যপুস্তকে বিষয়বস্তু যেভাবে উপস্থাপিত আছে, শিক্ষার্থী তা আরও সমৃদ্ধিশালী করে আয়ত্ত করবে– এটাই থাকে শিক্ষকের উদ্দেশ্য। শ্রেণীশিক্ষণে আপনি সর্বাত্মকভাবে সেই চেষ্টাই করবেন। বিভিন্ন উপায় অনুসরণ করে আপনি একাজ করতে পারেন। যেমন,

- মৌখিক উচ্চমার্গীয় প্রশ্ন করে
- প্রজেক্ট কাজ প্রদান করে
- বিভিন্ন উৎস থেকে আরো তথ্য সংগ্রহ করার উপায় নির্দেশ করে।

তবে মৌখিক প্রশ্নকরণ ছাড়া অন্য উপায়সমূহ অনুসরণের জন্য শ্রেণীকক্ষের বাইরের পরিবেশ

প্রয়োজন হয়। শুধুই শ্রেণীকক্ষ পরিবেশে শিক্ষার্থীকে সহজ থেকে উচ্চ চিন্তনে অনুপ্রাণিত করার অন্যতম উপায় মৌখিক উচ্চমার্গীয় প্রশ্নকরণ।

আমরা জানি, বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শ্রেণীসমূহের পাঠ্যপুস্তকে বিষয়বস্তু সহজ থেকে কঠিন – এই নীতি অবলম্বনে বিন্যস্ত থাকে। শিক্ষণের জন্য পাঠ পরিকল্পনা রচনার সময়ও আমরা বিষয়বস্তু জানা এবং সহজ স্তর থেকে বিষয়বস্তু বিন্যাস করি। শিক্ষাথীর পূর্ব অভিজ্ঞতা যাচাই এ পদ্ধতির একটি বিশেষ পদক্ষেপ। কিন্তু পরবর্তীতে আমরা এখানেই রয়ে যাই না, বরং ক্রমশ: অজানা এবং জটিল তথ্য বিশ্লেষণ করতে থাকি। শিক্ষকের এই বিশ্লেষণ ক্রিয়া প্রশ্নোত্তোরের মাধ্যমে চলতে থাকলে একদিকে বিষয়বস্তুর জটিলতা দূর হতে থাকে, অন্যদিকে বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিক্ষার্থী কতটা একাত্ম হতে পেরেছে তা যাচাই হয়ে যায়।

উচ্চমার্গীয় চিন্তনে উৎসাহিতকরণমূলক প্রশ্নের প্রধান লক্ষ্য হ'ল– শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটানো এবং তাকে তার নিজস্ব মতামতের উপর ভিত্তি করে আত্মবিশ্বাসী ও আত্মসচেতন করে গড়ে তোলা। যেমন,

"অধিক জনগোষ্ঠি কীভাবে পরিবেশ দূষণে প্রভাব বিস্তার করে?"

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তার নিজস্ব জ্ঞান ও মতামত উভয়েরই প্রতিফলন ঘটাতে হবে। সে যা বলবে তা তার বিশ্বাস থেকে বলবে।

আপনি শিক্ষার্থীর মধ্যে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে উচ্চমার্গীয় চিন্তনশক্তির বিকাশ ঘটানোর জন্য এ ধরনের প্রশ্ন করতে পারেন,

- বলতো এতক্ষণ যা আলোচনা করা হল তার মূল ধারণা কী?
- বৃক্ষনিধন কীভাবে পরিবেশকে প্রভাবিত করে?
- দূষনের অর্থ কী?
- শব্দ দূষনের একটি বাস্তব উদাহরণ দাও তো।
- 'অজ্ঞানতা এর কারণ' - ব্যাখ্যা কর তো।
- বলো তো ছেলেটি কেন আর কিছুই শুনতে পারছে না?
- আচ্ছা আমরা এইমাত্র যে অংশটি পড়লাম তা থেকে কী সারাংশ করা সম্ভব?
- পরিবেশ দূষন এবং স্বাস্থ্যকর এই দুই এর মধ্যে মূল পার্থক্য কী?
- পরিবেশ দূষন এবং স্বাস্থ্যহীনতার মধ্যে মিল কোথায়?
- আমাদের ট্র্যাফিক ব্যবস্থার সবল দিক এবং দুর্বল দিকগুলো কী?

- পরিবেশের দিক থেকে শহর ও গ্রাম এদের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ এবং কেন?
- এই যে অংশটুকু আমরা পড়লাম এটি গুরুত্বপূর্ণ কেন?

শ্রেণী শিক্ষণের পূর্বে শিক্ষক তার শিক্ষণ উদ্দেশ্য এবং শিক্ষার্থীর শিখনফল নির্ধারণ করেন। শিক্ষণ শেষে শিক্ষকের সফলতা ও সন্তুষ্টি নির্ভর করে এই উদ্দেশ্য ও শিখনফল দুটিই কতটা অর্জিত হল তার উপর। এ কারণে শিক্ষার্থীর অর্জন ও অগ্রগতি যাচাই করা প্রয়োজন। এ ছাড়াও শিখন পর্যায়ে যদি শিক্ষার্থী পিছিয়ে পড়ে বা ভুল করে তবে তার অগ্রগতির পথ বাধাপ্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ শিক্ষার্থী নতুন তথ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়, ফলে নিরুৎসাহী হয়ে পড়ে। এ জন্য শিক্ষণের প্রায় সারাটা সময় ধরে শিক্ষক ধাপে ধাপে শিক্ষার্থীর অর্জন যাচাই করেন। শিক্ষনের কোন পদ্ধতি বা কৌশল কতটা কার্যকরী হল, কোন ভুল-ত্রুটি রয়ে গেল কিনা, ব্যর্থ হল কিনা এগুলো যাচাই করার জন্যও শিক্ষণ পরীবিক্ষণ প্রয়োজন।

শিক্ষার্থীকে কী শেখানো হল, কী সে শিখেছে, কতটা সে গ্রহণ করেছে বা কতটা করেনি এসব জানার জন্য আমরা অনেক রকম কৌশল ব্যবহার করি। যেমন,

১. পাঠ্যবিষয় সংক্রান্ত কিছু লিখতে দিই
২. প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি
৩. প্রশ্নের উত্তর লিখতে দিই
৪. কোন প্রজেক্ট ওয়ার্ক দিয়ে থাকি
৫. পারস্পরিক মত বিনিময় করে থাকি
৬. চিত্র বা কোন উপকরণ দেখিয়ে তথ্যসংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করি
৭. চিত্র অঙ্কন, গ্রাফ, মানচিত্র বা ছক ইত্যাদি আঁকতে দিই
৮. বাড়ির কাজ দিই ইত্যাদি।

একটু ভেবে দেখুন যে কাজই করতে দিন, শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে অবশ্যই আপনাকে কোন প্রশ্ন রাখতে হবে। শিক্ষার্থী সে প্রশ্নের উত্তর লিখে, এঁকে, বা মুখে যে কোন উপায়ে দিতে পারে। প্রশ্নের উপর তা নির্ভর করে। সুতরাং এটি অনুধাবন করতে পারছেন যে শিখন পরীবিক্ষণে প্রশ্নকরণ একটি কার্যকরী কৌশল। আমরা কীভাবে পরীবিক্ষণে প্রশ্নকরণ ব্যবহার করতে পারি?

মূল্যায়ন

১। মূল বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে কোন ধরনের প্রশ্ন উপযুক্ত?

A. উচ্চমার্গীয় চিন্তন মূলক
B. জ্ঞানমূলক
C. প্রতিফলনমূলক
D. স্মৃতিনির্ভরমূলক।

২। কোনটি উচ্চ চিন্তামূলক প্রশ্ন?

A. বাংলাদেশে সিডর হওয়ার কারণ কী?
B. নামাজের নিয়মাবলি বল।
C. নিরক্ষরতাকে অভিশাপ মনে কর কেন?
D. বাংলাদেশের মানচিত্রের বর্ণনা দাও।

৩। কোনটি শিখন পরীবিক্ষণের উদ্দেশ্য?

A. শিক্ষার্থীর অগ্রগতি যাচাই করা
B. শিক্ষার্থীর মনোযোগ ধরে রাখা
C. নতুন জ্ঞান অর্জনে উদ্বুদ্ধ করা
D. শিখনফল অর্জন নিশ্চিত করা।

৪। শিক্ষার্থীর চিন্তার বিকাশ ঘটানোর সুযোগ সৃষ্টি করা, তার মনোযোগ ধরে রাখার অন্যতম কৌশল- ব্যাখ্যা করুন।

৫। শিখন পরীবিক্ষণে আপনি কীভাবে প্রশ্নকরণ ব্যবহার করবেন আলোচনা করুন।

ইউনিট- ৯ অধিবেশন- ৩

বিভিন্ন প্রকার প্রশ্নঃ উন্মুক্ত, বদ্ধ ও বৈচিত্র্যময়

ভূমিকা

প্রিয় শিক্ষার্থী, আগের অধিবেশন থেকে আপনাদের এ ধারনা হয়েছে যে শ্রেণীশিক্ষণে প্রশ্নকরণের একটি বিশেষ কৌশল হল বৈচিত্র্যময় প্রশ্নকরণ। শিক্ষণ বিভিন্ন ধরনের কর্মকান্ড সমন্বিত একটি প্রক্রিয়া। শিক্ষার্থী একটি বিষয়বস্তু থেকে নানা ধরনের দক্ষতা অর্জন করে। শিক্ষক তার এসব দক্ষতা অর্জনের জন্য যেমন বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি প্রয়োগ করেন, সে অর্জন যাচাই করার জন্যও তাকে বিচিত্র কৌশল ব্যবহার করতে হয়। আমরা জানি শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করতে প্রশ্নকরণ এক বিশেষ কৌশল। শিক্ষার্থীর অর্জিত বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা মূল্যায়নে বহু ধরনের প্রশ্ন করা হয়। এ অধিবেশনে আমরা বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন এবং তার ব্যবহারবিধির সাথে পরিচিত হব।

শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে শ্রেণীমূল্যায়নে উন্মুক্ত, বদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় প্রশ্ন প্রয়োগে দক্ষতা অর্জন করা।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- বদ্ধ (Closed) প্রকৃতির প্রশ্ন করতে পারবেন।
- উন্মুক্ত (Open) প্রকৃতির প্রশ্ন করতে পারবেন।
- মনোযোগ আকর্ষণ ও আগ্রহ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বৈচিত্র্যময় প্রশ্ন করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ বদ্ধ প্রকৃতির প্রশ্ন

শ্রেণীশিক্ষণের সময় একজন শিক্ষককে ধারাবাহিকভাবে আবার একইসাথে অনেক রকম কাজ করতে হয়। ফলে একই শ্রেণীতে বিচিত্র পরিবেশ ও পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যা শিক্ষার্থীর নানামুখী অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জনের জন্য অপরিহার্য।

a নিচের ছকটিতে দেখুন একটি শ্রেণীপরিবেশে একজন শিক্ষকের বিভিন্ন ধরনের কাজ উল্লেখ করা আছে। কাজগুলোর মধ্যে আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় এমন দশটি বেছে নিন।

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের কাজ	**টিক (√) চিহ্ন দিন**
শিক্ষার্থীদের কৌতুহলী করে তোলা	
শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রাখা	
তাদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে জানা	
বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি করা	
জ্ঞানার্জন যাচাই করা	
দৃষ্টিভঙ্গির পরিমাপ করা	
জ্ঞানার্জনের পথ নির্দেশ দেয়া	
শ্রেণী পরিবেশ নিয়ন্ত্রন করা	
সামাজিক আচরণ উন্নয়ন করা	
মনোযোগ আকর্ষণ করা	
কল্পনাশক্তি বৃদ্ধি করা	
মতামত প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করা	
উপস্থিত বুদ্ধি যাচাই করা	
পূর্ব জ্ঞান যাচাই করা	
সুপ্ত সম্ভাবনার বিকাশ ঘটানো	
মনোভাব ও আগ্রহ পরীক্ষা করা	
দক্ষতা পরিমাপ করা।	

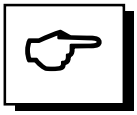

লক্ষ্য করুন আপনার নির্বাচিত কাজগুলো সম্পন্ন করতে প্রতিক্ষেত্রেই প্রশ্নকরণ কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। তবে সবক্ষেত্রে এক রকম প্রশ্ন ব্যবহার করা যাবে না।
এবার আপনার চিহ্নিত কাজগুলোর জন্য কী প্রকার প্রশ্ন ব্যবহার করা যায় লিখুন।

আপনার সুবিধার জন্য একটি নমুনা প্রশ্ন দেয়া হল।

যেমন, শিক্ষার্থীর প্রবণতা বা ঝোঁক পরিমাপের জন্য এমন প্রশ্ন করতে হবে যার উত্তর সে নিজ রুচি বা পছন্দ থেকে দেবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়- কোন ঋতুটি তোমার ভাল লাগে? কেন?

শ্রেণীশিক্ষণ কাজ	প্রশ্নের প্রকৃতি ও প্রশ্ন

এখন শিক্ষাথীকে চিন্তা না করে, শুধু স্মৃতি থেকে বা যা দেখছে তাই থেকে উত্তর দিতে পারবে,

এমন প্রশ্ন গুলো পৃথক করুন।

লক্ষ্য করুন পৃথক প্রশ্নগুলোর বৈশিষ্ট্য কেমন?

- উত্তর দিতে শিক্ষার্থীকে খুব বেশি চিন্তা করতে হয় না।
- শিক্ষার্থীর নিজের ভাবনা বা কল্পনা প্রকাশ হওয়ার সুযোগ খুবই কম।
- উত্তর শিক্ষার্থীর জানা বিষয়বস্তর মধ্যে আছে।

এসব বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রশ্নকে বদ্ধ প্রশ্ন বলে।

এবার দশটি বদ্ধ প্রশ্ন গঠন করুন। লক্ষ্য রাখবেন আপনার প্রশ্নের যেন পাঠের বিষয়বস্তু এবং শিক্ষার্থীর চারপাশের জানা জগতে থাকে।

১। ----------
২। ----------
৩। ----------

আপনার গঠন করা প্রশ্নগুলো ভাল করে পড়ুন। দেখুন কিছু প্রশ্ন পাচ্ছেন যার উত্তর শিক্ষার্থী জানা তথ্য থেকেই দিতে পারবে তবে সেখানে তার নিজ ভাবনা বা রচনা করার ক্ষমতা প্রয়োগ করার সুযোগ আছে। যেমন,
সম্প্রতি ঘটে যাওয়া সিডর এর ভয়াবহ দিকগুলো তুলে ধর।

এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষার্থী যা জানে তাই লিখবে তবে ভাষার ব্যবহার ও নান্দনিক দিক সে তার নিজের মত করে প্রকাশ করবে। এ ধরনের প্রশ্নকে সমকেন্দ্রিক বদ্ধ প্রশ্ন বলে।

এবং কিছু প্রশ্ন আছে যার উত্তর দিতে শিক্ষার্থীর নিজের জ্ঞান থেকে তথ্য প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। যেমন, বাংলাদেশের ভূমিরূপ কী?

এই প্রশ্নকে জ্ঞানমূলক বদ্ধ প্রশ্ন বলে।

পর্ব- খঃ উন্মুক্ত (Open) প্রকৃতির প্রশ্ন করণ

শিক্ষার্থী, আপনি শ্রেণীশিক্ষণের বিভিন্ন কাজের জন্য যে সহায়ক প্রশ্ন গঠন করেছিলেন তার মধ্য থেকে বদ্ধ প্রশ্নগুলোকে পৃথক করেছেন। এবার দেখুন আর কিছু প্রশ্ন আছে। যার উত্তর দিকে শিক্ষার্থীকে তার নিজ চিন্তা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটাতে হয়। যেমন, কবি নজরুলের যৌবন উদ্দীপ্ত ভাবমূর্তি চিত্রায়িত কর।

এখানে শিক্ষার্থী যা জানে তার উপর নির্ভর করে সে নিজস্ব কল্পনার মিশ্রণ ঘটায়। ফলে উত্তরটি সম্পূর্ণভাবে শিক্ষার্থীর নিজের সৃষ্টি হয়ে দাঁড়ায়। এটি উন্মুক্ত ধরনের প্রশ্ন।

পাঁচটি উন্মুক্ত প্রশ্ন গঠন করুন।

১। ----------

২। ----------

৩। ----------

এবার প্রশ্নগুলো ভাল করে পড়ুন। লক্ষ্য করুন কিছু প্রশ্ন আছে যার উত্তর দিতে শিক্ষার্থী কোন বিষয় বা ব্যক্তিকে মূল্যায়ন করবে। যেমন, একটু আগে আমরা যে প্রশ্নটি দেখলাম, কবি নজরুল সম্পর্কে শিক্ষার্থীর নিজস্ব ধারণা লিখতে হলে তাকে কবির যৌবন উদ্দীপ্ত ভাবমূর্তি মূল্যায়ন করতে হবে। আসলে এ প্রশ্নটি সম্পূর্ণই মূল্যায়নমূলক। এ ধরনের প্রশ্নকে মূল্যায়নমূলক উন্মুক্ত প্রশ্ন বলা হয়। এ প্রশ্নের উত্তর শিক্ষার্থী তার মূল্যবোধ থেকে দেয়।

আর কিছু প্রশ্ন আছে গঠনমূলক, যার উত্তর শিক্ষার্থীর নিজ কাজ নিজের সিদ্ধান্তে নিজের উদ্যোগে করা সম্মন্ধনীয়। অর্থাৎ শিক্ষার্থী তার নিজস্ব জ্ঞান ব্যবহার করে যে কাজ করবে তার বর্ণনাই এ ধরণের প্রশ্নের উত্তর। যেমন, বিশ্ব শিশু দিবস উপলক্ষ্যে তোমার শ্রেনীর সকল সহপাঠীদের নিয়ে একটি অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা কর। এ প্রশ্নকে কেন্দ্রচ্যুতি উন্মুক্ত প্রশ্ন বলে। এ ধরনের অন্য একটি প্রশ্ন হল, 'প্রাণীজগতের পাঁচটি ভিন্ন পর্ব থেকে তোমার পছন্দ মত পাঁচটি প্রাণী চিহ্নিত কর এবং এদের প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ'। এ প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী ভিন্ন প্রাণী চিহ্নিত করবে।

পর্ব- ৩: মনোযোগ আকর্ষণ ও আগ্রহ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বৈচিত্র্যময় প্রশ্ন

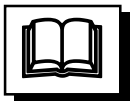

আমরা এতক্ষণ বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন এবং শ্রেণীশিক্ষণে কীভাবে সেগুলো ব্যবহার করা যায় সে বিষয়ে নানা রকম কৌশলের সাথে পরিচিত হলাম। আপনারা দেখেছেন মাধ্যমিক স্তরে বিভিন্ন শ্রেণীশিক্ষণে প্রাথমিকভাবে শিক্ষার্থীকে তার জ্ঞানের উপর নির্ভর করে প্রশ্ন করা হয়। কিন্তু এ স্তড়রে শিক্ষার্থীর বহুমুখী বিকাশ অপরিহার্য। সে কারণে ধীরে ধীরে তার আত্মবিকাশের সুযোগ তৈরি করার জন্য উচ্চ স্তরের প্রশ্ন করা হয়। সেসব প্রশ্নের উত্তর দিতে তাকে তথ্য বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন ও প্রয়োগ করার দক্ষতা অর্জন করতে হয়। ফলে শিক্ষার্থী বিষয়বস্তুর প্রতি আকর্ষণ বোধ করে এবং শিখনে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

আসুন আমরা এখন বিচিত্র প্রশ্নের সমন্বয়ে পাঠ পরিকল্পনা রচনা করি।

আপনার নির্বাচিত বিষয় থেকে যে কোন একটি বিষয়বস্তু নিন। নিচের ছকে তার নাম লিখুন। এবার বিষয়বস্তুর উপর বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন গঠন করুন। নিচের ছকটি লক্ষ্য করুন। ক'টি পর্যায় আছে?

হ্যাঁ, তিনটি। প্রত্যেক পর্যায়ের জন্য প্রশ্নগুলো বিন্যস্ত করন।

শ্রেণী: বিষয়: বিষয়বস্তু:			
লক্ষ্য: উদ্দেশ্য: ১. ২. ৩.			
পর্যায়	কার্যপ্রণালী	উপকরণ	প্রশ্ন
শিক্ষণ পরিবেশ গঠন			
বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ			
মূল্যায়ন			

উপরের ছকে প্রয়োজন অনুযায়ী কার্যপ্রণালী এবং উপকরণ লিখবেন। প্রশ্ন গঠন ও বিন্যাস করার সময় লক্ষ্য রাখবেন প্রশ্ন যেন শিক্ষার্থীর মেধা ও কর্মস্পৃহার বিকাশ এবং কর্মদক্ষতার উন্নয়ন ঘটাতে গুরুতপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

মূল শিখনীয় বিষয়

আমরা এ অধিবেশনে কীভাবে শ্রেণীশিক্ষণে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ করা যায়, সে ব্যাপারে প্রশ্নকরণের ভূমিকা আলোচনা করলাম। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করার সময় শিক্ষার্থীর বয়স, মেধা, শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ, বিষয়বস্তুর প্রকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন থাকবেন। একইভাবে উপস্থাপিত প্রশ্ন তার শিখনে কী ভূমিকা রাখবে অর্থাৎ সে কী শিখবে, কী অর্জন করবে বা তার কোন ধরনের পরিবর্তন হবে, এ ব্যাপারেও আপনাকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

শ্রেণীশিক্ষণের অপরিহার্য শর্ত হ'ল শ্রেণীকক্ষে শিখনের জন্য যথার্থ পরিবেশ সৃষ্টি করা। শিক্ষার্থী সেই পরিবেশে আনন্দ পায় যেখানে তার চিন্তা, চেতনা, কর্ম স্বীকৃতি পায়। শিক্ষক যখন তার কাজের প্রশংসা করেন, মতামত জানতে চান, তার মূল্য দেন, তার ভুল ধরিয়ে দিয়ে সংশোধন করেন এবং উৎসাহ দেন, শিক্ষার্থীও মনের দিক থেকে শিক্ষকের অনেক কাছে চলে আসে। তার জানার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। আত্মমূল্যায়নের উদ্দেশ্যে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে নিজেকে যাচাই করে নেয়। সুতরাং সক্রিয় শিখন নিশ্চিত করার জন্য পাঠ্য বিষয় উপস্থাপন ছাড়াও আমাদের আরও অনেক কাজ থাকে।

বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করতে যেয়ে শিক্ষার্থীর সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে মৌখিক প্রশ্নের বিকল্প নেই। কিন্তু শ্রেণীশিক্ষণের সারা সময় ধরে আপনি একই ধরনের প্রশ্ন ব্যবহার করতে পারবেন না। কারণ একই প্রকার প্রশ্ন একদিকে যেমন শ্রেণীকক্ষে একঘেয়েমি, ক্লান্তিকর পরিবেশ তৈরী করে সেইসাথে শিক্ষার্থীর বহুমুখী ও বিচিত্র প্রবণতা যাচাই করা সম্ভব হয়না। আমরা জানি, শিক্ষার্থীর বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ ঘটানো শিখন-শিক্ষণ কার্যক্রমের অন্যতম উদ্দেশ্য। তাই শ্রেণীশিক্ষণের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনাকে বহু পদ্ধতি যেমন ব্যবহার করতে হবে, তেমনই বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীর নানামুখী সম্ভবনা যাচাই করতে হবে। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক শিক্ষার্থীর বিভিন্ন দিক বিকাশে সাহায্য করেন। যেমন,

- বিষয়বস্তুর জ্ঞান
- দক্ষতা
- মনোভাব
- সামাজিক গুণাবলী
- মূল্যবোধ
- বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি
- বুদ্ধিমত্তা
- নৈতিক আচরণ
- শৃঙ্খলাবোধ ইত্যাদি আরও বহুবিধ সম্ভাবনা।

মৌখিক প্রশ্নের প্রকারভেদ নিয়ে শিক্ষাবিদরা বিভিন্নভাবে আলোচনা করেছেন। কখন কোন পর্যায়ে কোন ধরনের প্রশ্ন করতে হবে, শিক্ষার্থীর কোন মানসিক অবস্থায় সে কি ধরনের উত্তর দিতে পারে বা কোন প্রশ্ন কোন পরিবেশ উপযোগী সে সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণাও করা হয়েছে।

সাধারণত প্রথম পর্যায়ে অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন করা হয়ে থাকে যেমন,

– সুইডেনের রাজধানী কোথায়?

– গ্রামীণ ব্যাংক কখন সৃষ্টি হয়েছিল?

– বলতো নিউইয়র্কে এখন কয়টা বাজে?

– ওজোন স্ড়র কিভাবে সৃষ্টি হয়? ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীদের দেয়া বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের উত্তরের আরও গভীরে গিয়ে বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ধারণা লাভ করার জন্য যে প্রশ্ন করা হয়, তাকে অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন (Probing Question) বলে। শিক্ষার্থীকে কোন বিষয়বস্তু সম্পর্কে ক্রমশ: গভীর জ্ঞানলাভ করানোই এ ধরনের প্রশ্নের উদ্দেশ্য। শিক্ষার্থী যখন কোন প্রশ্নের উত্তর দেয়, তার সূত্র ধরে শিক্ষক ক্রমশ: বিষয়বস্তুর গভীরে প্রবেশ করতে থাকেন। যেমন,

– পানিকে যৌগিক পদার্থ কেন বলা হয়?

– পানির রাসায়নিক উপাদানগুলো কী কী?

– এক অনু পানিতে কতভাগ অক্সিজেন ও কতভাগ হাইড্রোজেন থাকে?

– পানির রাসায়নিক গঠন কি? ইত্যাদি।

তবে প্রশ্ন প্রথমত: দু'ভাগে ভাগ করা যায়: উন্মুক্ত প্রশ্ন (Open Question) এবং বদ্ধ প্রশ্ন (Closed Question)।

এ দুই প্রকার প্রশ্নকে আবার চারভাগে ভাগ করা হয়েছে। নিচে প্রশ্নের এ বিভাজনটি দেখানো হ'ল,

প্রশ্নের শ্রেণীবিন্যাস

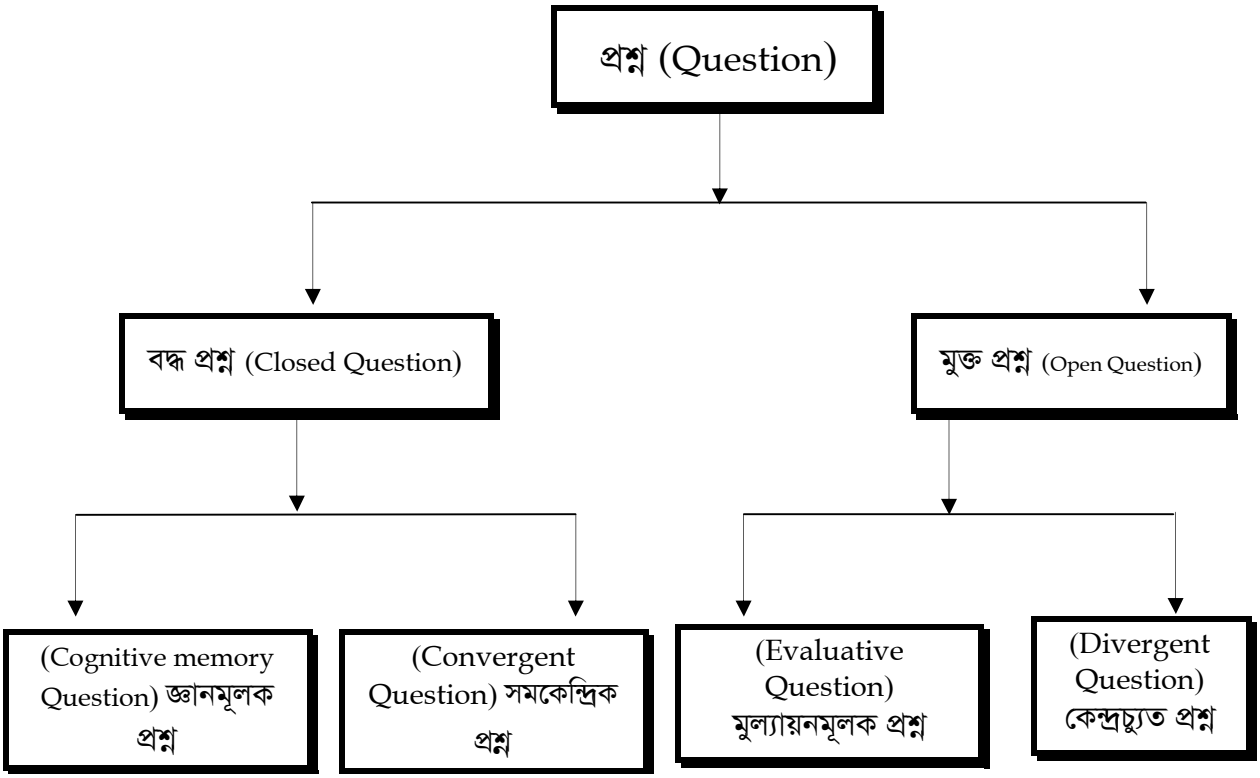

যে প্রশ্ন শিক্ষার্থীর উচ্চ ও জটিল চিন্তাশক্তি বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করে তাকে উন্মুক্তপ্রশ্ন বলে। এ ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে অনুসন্ধান কাজ জোরালো করা হয়। উন্মুক্তপ্রশ্নের মাধ্যমে বিষয়বস্তুর গভীরে প্রবেশ করে নতুন কিছু খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। ইংরেজিতে এই প্রকারের প্রশ্নকে Open Ended বা fat প্রশ্ন বলা হয়।

শিক্ষার্থী যখন কোন বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে, তখন তাকে জটিল প্রকৃতির চিন্তা করতে হয়। বিষয়বস্তুর গভীরে প্রবেশ করতে করতে শিক্ষার্থী বিক্ষিপ্ত তথ্যসমূহ সংগ্রহ করে, সেগুলোর পারস্পারিক সম্মন্ধ অনুযায়ী মেলায় এবং এভাবে সংশ্লেষণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সে উচ্চ চিন্তা করার দক্ষতা অর্জন করে ও সুনির্দিষ্ট কাঠামোয় উত্তর প্রস্তুত করে।

উন্মুক্তপ্রকৃতির প্রশ্নের মাধ্যমে তথ্য সঞ্চিত হয়, অনেক বেশি ব্যক্তিগত জবাবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। এর ফলে আরো আলোচনা বা প্রশ্নোত্তরের সুযোগ পাওয়া যায়।

পাঠের সূচনায় পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য শিক্ষক উন্মুক্তপ্রকৃতির প্রশ্ন করতে পারেন। তিনি এ সময় শিক্ষার্থীদের নিকট কোন ধরাবাঁধা বা নির্দিষ্ট উত্তর প্রত্যাশা করেন না। এ ধরনের প্রশ্নের মূল উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের মধ্যে গভীর উৎসাহ সঞ্চার করা, তাদের মধ্যে পাঠ সংক্রান্ত তথ্যের প্রতি চাহিদা সৃষ্টি করা।

উন্মুক্ত প্রশ্নকে দুই ভাবে ভাগ করা হয়েছে,

১. কেন্দ্রচ্যুতি প্রশ্ন (Divergent Question)
২. মূল্যায়নমূলক প্রশ্ন (Evaluative Question)

কেন্দ্রচ্যুতি প্রশ্ন: এ ধরনের মুক্ত প্রশ্নের কোন নির্দিষ্ট্য উত্তর নেই। উত্তর দেয়ার জন্য শিক্ষার্থীকে চিন্তা ভাবনা করতে হয়। এ জাতীয় প্রশ্ন শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটায়। যেমন,

- বন্যা সমস্যা মোকাবেলায় সহপাঠীদের সমন্বয়ে তোমরা কী ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পার?
- বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমে তোমার ভূমিকা কী হবে?

মূল্যায়নমূলক প্রশ্ন ঃ এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী কোন বিষয় সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে শেখে। যেমন,

- অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনসংখ্যা সমস্যাকে প্রধান অন্তরায় ধরা হয় কেন?
- আমাদের দেশের শিল্পোন্নয়নে বিদ্যুতের ভূমিকা কি?

উন্মুক্ত প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য

- একাধিক সম্ভাব্য/সঠিক উত্তর হতে পারে।
- উত্তরাদাতা ইচ্ছামত উত্তরকে গুণান্বিত ও পরিশীলিত করতে পারে।
- বিক্ষিপ্ত উত্তর পাওয়া যায়।
- শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তির গভীরতা ও স্বচ্ছতার প্রকাশ ঘটে।
- শিক্ষার্থীভেদে উত্তরের গভীরতা ভিন্ন হতে পারে।
- যুক্তিহীন উত্তর আসার সম্ভাবনা থাকে।
- অমনোযোগী বা অলস প্রকৃতির শিক্ষার্থী এই পদ্ধতিতে স্বাচ্ছন্দবোধ করে না।
- উত্তর প্রস্তুত করতে অধিক সময় ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়।
- অন্তর্মুখী শিক্ষার্থী উত্তর দিতে সংকোচবোধ করতে পারে।

উন্মুক্ত প্রশ্নের নমুনা

- শ্রেণীকক্ষে প্রশ্নকরণের সুবিধা কী?
- শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনায় মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা আছে– ব্যাখ্যা কর।

– নগর ও গ্রামভিত্তিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে মেধাবৈষম্য দেখা যায় কেন?
– শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশে মূল্যায়নের ভূমিকা কী?
– শিখন পরিবেশ গঠনে শিক্ষক কোন কোন বিষয়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগী থাকেন?

*বদ্ধ প্রশ্ন (*Closed Question*)*

যে প্রশ্নের একটি মাত্র সঠিক উত্তর থাকে তাকে বদ্ধ প্রকৃতির প্রশ্ন বলা হয়। এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে সাধারণত হ্যাঁ / না বললেই হয় অথবা সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতে হয়। এগুলোকে ইংরেজিতে Closed অথবা Skinny প্রশ্ন বলা হয়।
বদ্ধ প্রকৃতির প্রশ্ন দ্বারা স্মৃতির পুনরুদ্রেক এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এ ধরনের প্রশ্নের সাহায্যে শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান যাচাই করা যায় এবং শিখনের পর অর্জিত জ্ঞান যাচাই করা হয়।

বদ্ধ প্রশ্ন উন্মুক্ত প্রশ্ন হিসেবে রূপায়িত হতে পারে। আমরা জানি যে বদ্ধ প্রশ্নের উত্তরের একটি নির্দিষ্ট কাঠামো থাকে, কিন্তু যদি প্রশ্ন বা উত্তর কোন ক্ষেত্রেরই নির্দিষ্ট কোন সীমা না থাকে, তবে তা উন্মুক্ত প্রশ্নের গুণাবলী অর্জন করতে পারে। এখানে উল্লেখযোগ্য, যে পরিবেশে বা বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে বদ্ধ প্রশ্ন করা হবে তার একটি নির্দিষ্ট পরিসীমা থাকতে হবে। প্রশ্ন যেমন বিষয়বস্তুর যেখান থেকে ইচ্ছে করা যাবে না, উত্তরও দিতে হবে এক বা একাধিক নির্দিষ্ট ধারণা থেকে, অর্থাৎ এখানে শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা থাকে না।

তবে বিষয়বস্তুর নির্দিষ্ট অংশ থেকে প্রশ্ন করলেও, শিক্ষার্থী যদি তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি এবং কৌশল প্রয়োগ করে উত্তর দেয় এবং সে উত্তর সঠিক হয়, তখন বদ্ধ প্রশ্ন উন্মুক্ত প্রশ্নের যোগ্যতা অর্জন করে। যেমন, "'পোষ্টমাষ্টার' অবলম্বনে রতনের চরিত্র বিশ্লেষণ কর।" কারণ উন্মুক্ত প্রশ্নে শিক্ষার্থীর উত্তর দেয়ার স্বাধীনতা থাকে।

বদ্ধ প্রকৃতির প্রশ্নে কিছু সীমাবদ্ধতা থাকলেও শিক্ষার্থীর জ্ঞান অর্জনে এ প্রশ্ন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

বদ্ধ প্রশ্নকে দুভাবে ভাগ করা হয়েছে,

১. সমকেন্দ্রিক প্রশ্ন (Convergent Question)
২. জ্ঞানমূলক প্রশ্ন (Cognitive Memory Question)

সমকেন্দ্রিক প্রশ্নঃ এ ধরনের বদ্ধ প্রশ্নের উত্তর চিন্তামূলক। অর্থাৎ এটি চিন্তামুলক প্রশ্নের আওতায় পড়ে। এর একটি শুদ্ধ উত্তর থাকে। যেমন,

– উদ্ভিদ কোষ ও প্রাণী কোষের দুটি পার্থক্য বল।
– উদ্ভিদের শ্রেণীবিন্যাস বলতে কী বোঝ?

জ্ঞানমূলক প্রশ্নঃ এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর স্মৃতি নির্ভর। এ প্রশ্নে জানা কোন তথ্য স্মরণ করে শিক্ষার্থী উত্তর দেয়। যেমন,

– শ্বসন কাকে বলে?

– উদ্ভিদের পুষ্টির মুখ্য উপাদান কয়টি?

বদ্ধ প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য

– উত্তর প্রদান সহজ এবং দ্রুততর।
– উত্তর খুব সহজেই তুলনা করা সম্ভব।
– উত্তরের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নের যথার্থতা নিশ্চিত করে।
– পাঠ অনুসরণ করা সহজ হয়।
– সকল মেধান্তর বিশিষ্ট শিক্ষার্থীই উত্তর দিতে পারে।
– সব বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর কাছে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে।
– অনেক ক্ষেত্রে Option সমূহ অস্পষ্ট হতে পারে।
– ভুল উত্তরের সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে।
– উত্তরের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য করা সম্ভব হয় না।

বদ্ধ প্রশ্নের নমুনা

– সংশপ্তক উপন্যাসের লেখক কে?
– শ্রেণীকক্ষে কোনটি শিক্ষার্থীর কাজ নয়?
  ধ. তথ্য বিশ্লেষণ
  ন. পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ
  প. অংশগ্রহণ
  ফ. সমন্বয় সাধন।
– সালোকসংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো কী?
– সালোকসংশ্লেষণের আলোক পর্যায় বর্ণনা কর।
– নামাজের নিয়মাবলী কী?

মনোযোগ আকর্ষণ ও আগ্রহ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বৈচিত্র্যময় প্রশ্নকরণ

বর্তমান সময়ের শ্রেণীকক্ষ শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়া শিক্ষার্থী নির্ভর। শিক্ষার্থী-শিক্ষক, শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে পারস্পারিক মিথস্ক্রিয়ার উপরই এ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। শিক্ষার্থীরা শিখনের জন্য একে অপরের সাথে পাঠ্যবিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারে। আপনি শ্রেণীকক্ষে তাদের সে সুযোগ করে দেবেন।

ব্লুমস ট্যাক্সোনোমি অনুসারে শিক্ষার্থীর শ্রেণী ও বয়স ভেদে পাঠের বিষয়বস্তুসমূহকে প্রধান তিনটি ডোমেইন ও প্রতিটি ডোমেইনকে আবার উপ-ডোমেইনে ভাগ করা হয়েছে। প্রাথমিক ও নিম্মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা সাধারণত ডোমেইন তিনটির প্রাথমিক পর্যায়ের প্রশ্নোত্তরে উৎসাহী হয়। এ পর্যায়ে প্রশ্নোত্তরে বিষয়বস্তুর আলোচনা প্রাথমিক জ্ঞান অর্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এখানে কোন ধারনা স্মৃতিতে ধরে রাখা এবং তা স্মরণ করতে পারলেই শিক্ষার্থীর শিখন সফল হয়। যেমন,

- শ্বসন কাকে বলে?

- প্রোটোজোয়া পর্বের বৈশিষ্ট্য কী? ইত্যাদি।

কিন্তু মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রশ্নোত্তোরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জ্ঞান অর্জন বিষয়বস্তুর গভীরে নিয়ে যাওয়া হয়। এ সময় উদ্দেশ্য শুধু তাদের জ্ঞানের অনুধাবন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে না। জ্ঞানের বিশ্লেষণ, প্রয়োগ ও মূল্য আরোপ ইত্যাদি সব কিছুই করতে হয়। সুতরাং এ স্তরে শিক্ষার্থীর আগ্রহ ধরে রাখা ও তাকে মনোযোগী করে তোলার জন্য শিক্ষককে বৈচিত্র্যময় প্রশ্ন করতে হয়। যেমন,

- পরিবেশ দূষণের কারণ ব্যাখ্যা কর।
- বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে উদ্ভিদের শ্রেণীবিন্যাস কর।

মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য শিক্ষক সাধারণত যেসব কৌশল অবলম্বন করেন তা হ'ল,

- সমগ্র পাঠকে ছোট ছোট অর্থপূর্ণ অংশে ভাগ করেন।
- প্রতিটি অংশ থেকে প্রয়োজনীয় প্রশ্ন নির্বাচন করেন।
- শিক্ষার্থীর বহুমুখী বিকাশের উদ্দেশ্যে প্রশ্নের বৈচিত্র্যতার প্রতি মনোযোগী থাকেন।
- প্রশ্ন করার ফাঁকে ফাঁকে বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দেন।
- প্রশ্ন করার সময় শিক্ষার্থীর সামর্থ ও প্রবণতার বিষয়ে সতর্ক থাকেন।
- প্রশ্ন করার কৌশল যেমন, কণ্ঠস্বর, বাক্য, শব্দ, শব্দের প্রতি জোর দেয়া, সময়, আমন্ত্রণ কৌশল ইত্যাদি বহু বিষয়ে সচেতন থাকেন।
- শিক্ষার্থীকে উত্তর দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সময় দেন।
- সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেন।
- উত্তর দিতে উৎসাহ দেন।
- উত্তর পাওয়ার পর সঠিক প্রতিক্রিয়া করেন।

শ্রেণীকক্ষে প্রশ্ন করার জন্য দু'টি অনুসরণীয় পদক্ষেপ উল্লেখযোগ্য,

- অনুসন্ধানমূলক (Probing) প্রশ্নকরণ
- মিথস্ক্রিয়া স্থানান্তর (Shifting Interaction)

তবে প্রয়োজনবোধে অন্যান্য কৌশল অবলম্বন করে আপনি সকল শিক্ষার্থীকে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন।

অনুসন্ধানমূলক (Probing) প্রশ্নকরণঃ

অনুসন্ধানমূলক (Probing) প্রশ্নে শিক্ষার্থী যদি পূর্ণাঙ্গ উত্তর দিতে না পারে তখন প্রয়োজনবোধে শিক্ষক প্রশ্নটিকে ছোট অংশে ভাঙ্গেন, কোন মতেই তিনি শিক্ষার্থীর ''আমি জানি না" উত্তর গ্রহণ

করেন না।

Probing এর অর্থ হল আরো প্রশ্ন করে করে বিষয়বস্তুর সামগ্রিক তথ্য শিক্ষার্থীর উত্তর থেকে অনুসন্ধান করে নিয়ে আসা।

মিথস্ক্রিয়া স্থানান্তর (Shifting Interaction):

এই কৌশলের মাধ্যমে বিষয়বস্তু আলোচনা এক শিক্ষার্থী থেকে অন্য এক শিক্ষার্থীর মধ্যে সঞ্চালিত করা হয়। প্রথম শিক্ষার্থী যদি সঠিক উত্তর দিতে না পারে তখন শিক্ষক তাকে ভিন্নভাবে বা ঘুরিয়ে, সহজ করে প্রশ্নটি আবার জিজ্ঞাসা করেন। এভাবে কয়েকবার প্রচেষ্টা চালানোর পর যদি শিক্ষার্থী উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়, তখন এই প্রশ্নই তিনি অন্য শিক্ষাথীকে করেন এবং পূর্বের শিক্ষার্থীকে মনোযোগ দিতে বলেন। এই প্রক্রিয়ায় তথ্য শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্রমশ: সঞ্চালিত হতে থাকে এবং প্রশ্নোত্তোরের সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পারিক আদান-প্রদান চলতে থাকে। ফলে সকল শিক্ষার্থী সক্রিয় হয় ও একইসাথে মনোযোগ দিতে পারে। যেমন, শিক্ষক প্রশ্ন করলেন,

- তুমি কী জান বায়ু দূষণের প্রধান প্রধান কারণ কি?

শিক্ষার্থী যদি উত্তর দিতে না পারে, তবে তিনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন,

- আচ্ছা, বায়ু কিভাবে দূষিত হয় তার একটি কারণ বল।

এ ক্ষেত্রে শিক্ষককে শিক্ষার্থীর উত্তর দিতে সাহায্য করার জন্য তথ্যের অংশবিশেষ সরবাহ করতে হতে পারে।

মূল্যায়ন

১। বদ্ধ প্রশ্নের কাজ কোনটি?

A. শিক্ষার্থীর মেধার বিকাশ ঘটানো
B. তার কল্পনাশক্তির বিকাশ করা
C. তার জ্ঞানের স্তর বৃদ্ধি করা
D. কর্মদক্ষতার উন্নয়ন ঘটানো।

২। কোন প্রকার প্রশ্ন শিক্ষাথীর উত্তর দেয়ার প্রবণতা নিশ্চিত করে?

A. মূল্যায়নমূলক মুক্ত প্রশ্ন
B. জ্ঞানমূলক বদ্ধ প্রশ্ন
C. অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন
D. উচ্চ চিন্তনমূলক প্রশ্ন।

৩। অমনোযোগী বা অলস প্রকৃতির শিক্ষার্থী এই পদ্ধতিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না- এখানে কোন পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে? কারণ ব্যাখ্যা করুন।

ইউনিট- ৯ অধিবেশন- ৪

জ্ঞানমূলক চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রশ্ন বিবেচনাকরণঃ ব্লুম্স ট্যাক্সোনোমি

ভূমিকা

প্রিয় শিক্ষার্থী, আমরা এ পর্যন্ত যা শিখলাম তার সারাংশ করলে এমনই দাঁড়ায় যে প্রশ্নকরণের মাধমে একদিকে যেমন শিক্ষার্থীদের আগ্রহী ও মনোযোগী করে তোলা যায় অন্যদিকে তার জ্ঞানের স্তর বৃদ্ধির পাশাপাশি আত্মবিকাশের সম্ভাবনা নিশ্চিত করা যায়। জ্ঞান অর্জনের পর তা আত্মস্থ করার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত বিভিন্ন কর্মক্ষমতার বিকাশ ঘটতে থাকে। বেঞ্জামিন ব্লুম এবং তার অনুসারীরা ব্যাক্তির এই জ্ঞানীয় বিকাশের শ্রেণীকরণ করেছেন। আমরা এ অধিবেশনে প্রশ্নকরণের মাধ্যমে কীভাবে এই শ্রেণীকরণ শিক্ষার্থীর বিকাশে প্রয়োগ করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করব।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া শনাক্ত করতে পারবেন।
- শিক্ষার্থীর জ্ঞান বিকাশের স্তর চিহ্নিত করতে পারবেন।
- প্রতি স্তরে শিক্ষার্থীর জ্ঞান বিকাশের জন্য প্রশ্ন গঠন করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ শ্রেণীশিক্ষণে শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া শনাক্তকরণ

আসুন আমরা আবার দেখি প্রশ্নকরণ শ্রেণীকক্ষে কী ভূমিকা রাখে।

শ্রেণীকক্ষে বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত জ্ঞান অর্জনের পর যেসব বিকাশ ঘটে নিচের ছকটিতে তার কয়েকটি প্রতিক্রিয়া দেয়া আছে। হ্যাঁ/না লিখে আপনার মতামত প্রকাশ করুন।

শ্রেণীশিক্ষণে মৌখিক প্রশ্ন ব্যবহারের ভূমিকা	মতামত
শিক্ষার্থী বিষয়বস্তু সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে।	

কল্যানের প্রতি অনুরাগ জন্ম নেয়।	
বিষয়বস্তু সম্পর্কে মূর্ত ধারণা গড়ে ওঠে।	
শিক্ষার্থীরা বিভন্ন তথ্যের মধ্যে যোগসূত্র খোঁজে।	
বিভিন্ন উপাদানের ক্ষমতা এবং অক্ষমতা চিহ্নিত করে।	
শিক্ষার্থী নমুনা সংগ্রহ করে।	
অর্জিত গুণাগুণের পরিচর্যা করে।	
বিষয়বস্তুর বিভিন্ন উপাদানের সাথে পরিচয় ঘটে।	
হিংসা, দ্বেষকে ঘৃণা করতে শেখে।	
নিজস্ব অনুভূতির প্রকাশ ঘটাতে পারে।	
শিক্ষার্থীরা বিচ্ছিন্ন তথ্যসমূহের সমন্বয় করতে পারে।	
কোন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে ।	
কোন সমস্যার কারণ উদঘাটনে আগ্রহী হয়।	
সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলে।	
বিভিন্ন তথ্যের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করবে পারে।	
সমস্যার সমাধানে উৎসাহী হয়।	
জ্ঞানের সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতি মেলাতে পারে।	
কার্যকরী কাঠামো নির্মান করতে পারে।	

লক্ষ্য রাখবেন আপনার মতামত যেন শিক্ষার্থীর জ্ঞান সম্পর্কিত হয়। অর্থাৎ শিক্ষার্থী যখন জ্ঞানের উপর তার মূল্যবোধ আরোপ করতে পারে তখনই তা তার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিকাশলাভ করে।

পর্ব- খঃ জ্ঞান বিকাশের স্তর চিহ্নিতকরণ

এবার আপনার মতামতের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর ক্রমান্বিত জ্ঞানীয় বিকাশগুলো বিশ্লেষণ করুন।

যেমন,

- শিক্ষার্থী যখন বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন বক্তব্য রাখে, তখন তার নিজস্ব জ্ঞান ও উপলব্ধির প্রয়োগ ঘটে-

এটি বিকাশের তৃতীয় স্তর। অর্থাৎ প্রয়োগ।

- আবার, জীবের প্রতি শিক্ষার্থীদের মমত্ব জন্ম নেয়- এটি জ্ঞানীয় বিকাশ নয়। জীব সম্পর্কে অনুকূল ধারণা হলে তার মধ্যে **মমত্ব জন্ম নেয়।** জ্ঞানীয় বিকাশের মাধ্যমে অনুকূল ধারণা গড়ে ওঠে।

এভাবে বিকাশের অন্যান্য স্তরে শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া

আপনি অবশ্যই **ব্লুমস জ্ঞানীয় বিকাশের স্তর** অনুসরণ করবেন।

জ্ঞানীয় বিকাশের স্তরঃ

জ্ঞান

↓

অনুধাবন

↓

প্রয়োগ

↓

বিশ্লেষণ

↓

সংশ্লেষণ

↓

মূল্যায়ন

নিচের ছকটি ব্যবহার করুন।

শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া	শিক্ষার্থীর বিকাশ	বিকাশ স্তর

পর্ব- গঃ শিক্ষার্থীর জ্ঞান বিকাশের জন্য প্রশ্ন গঠন

শ্রেণীকক্ষে প্রশ্নকরণের মাধ্যমে শিক্ষক জ্ঞানের ধারাবাহিক বিকাশ নিশ্চিত করতে পারেন। যেমন, শিক্ষার্থী কোন বিষয়বস্তুর কার্যকারিতা উপলব্ধি করতে পারে। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর এই কার্যকারিতা উপলব্ধি করার যোগ্যতা গড়ে তুলতে শিক্ষক প্রশ্ন করেন, গরুর দুধ আমাদের কী উপকারে লাগে, বলতে পারবে? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে শিক্ষার্থী কী করে? গরুর দুধের গুণাগুণ বলে।

- শিক্ষার্থী দুধের এই গুণাগুণ মুখস্ত করেছিল, সেটি প্রথমে স্মরণ করে।
- পরে দুধ যে উপকারী তা বুঝতে পারে
- এবং তারপর উপকারিতা বলতে পারে।

তবে বলার জন্য শিক্ষার্থীকে

- দুধের উপকারী প্রত্যেকটি দিক পৃথকভাবে ভাবতে হয় বা বিশ্লেষণ করতে হয়।
- এগুলো যে উপকারী সে ব্যাপারে সার্বিকভাবে চিন্তা করতে হয় বা গুণাগুণের একটি সংশ্লিষ্ট অবস্থা কল্পনা করতে হয়।
- তখন সে দুধকে মূল্যায়ন করতে পারে
- এবং স্বতস্ফূর্ততার সাথে সেই সংশ্লিষ্ট অবস্থাটির একটি রূপ গঠন করে বলতে পারে।

এভাবে সে বলার মাধ্যমে তার জ্ঞানের প্রয়োগ করে, কিন্তু তার আগে তাকে বিশ্লেষণ,সংশ্লেষণ, মূল্যায়ন ও রূপরেখা গঠন করতে হয়। মূল শিখনীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত এ সম্বন্ধনীয় কাঠামোটি ভালভাবে মিলিয়ে নিন।

a

এখন আপনার নির্বাচিত প্রতিক্রিয়াগুলোর প্রতিটির জ্ঞানীয় বিকাশের জন্য প্রশ্ন গঠন করুন। উপরে দুধের কার্যকারিতা সম্বন্ধনীয় একটি উদাহরণ আলোচনা করা হয়েছে। এবার আরও একটি উদাহরণ দেয়া হল,

– উদ্ভিদ ও প্রাণীর পার্থক্য নির্ণয় কর। -এ প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষার্থী প্রথমে উদ্ভিদ ও প্রাণীর পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করে অর্থাৎ বিশ্লেষণ করে। তারপর একের সঙ্গে অন্যটির পার্থক্যসমূহ তুলে ধরে। সুতরাং এটি বিকাশের বিশ্লেষণ স্তর।

প্রশ্ন গঠনের জন্য আপনি নিচের ছকটি ব্যবহার করুন।

ক্রমিক নং	প্রতিক্রিয়া	শিক্ষার্থী কী করে	প্রশ্ন	বিকাশ স্তর

আপনার প্রশ্ন নির্দিষ্ট একটি বিষয়বস্তুর উপর একটি সম্পূর্ণ শ্রেণীশিক্ষণের জন্য গঠন করবেন। একটি বিষয়বস্তু উপর প্রশ্ন নিচ থেকে ক্রমান্বয়ে উঁচু স্তরে শিক্ষার্থীর জ্ঞান বিকাশের জন্য গঠন করবেন, যেন এ বিষয়বস্তুতে তার সামগ্রিক বিকাশ ঘটতে পারে।

পর্ব- ঘঃ জ্ঞান বিকাশের বিভিন্ন স্ড়রের প্রশ্ন চিহ্নিতকরণ

নিচে বিভিন্ন বিষয়বস্তু থেকে জ্ঞানীয় বিকাশের বিভিন্ন স্তরের প্রশ্ন দেয়া আছে। শ্রেণীবিন্যাস করুন।

প্রশ্নমালা

- ইট প্রস্তুত করার ধাপগুলো বর্ণনা কর।
- খাবার স্যালাইনে কী কী উপাদান থাকা অপরিহার্য?
- প্রস্বেদন ও অভিস্রবণ প্রক্রিয়ার তুলনা কর।
- বিদ্যুৎ বর্তনীর কার্যকারিতা ব্যাখ্যা কর।
- নবায়নযোগ্য জালানি হিসেবে বায়োগ্যাসের ভুমিকা ব্যখ্যা কর।
- রক্তের কাজ কী?
- খাদ্য পরিপাকে পাকস্থলীর গুরুত্ব কী?
- একটি সাধারণ বিদ্যুৎ কোষ গঠন করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের তালিকা প্রস্তুত কর।
- বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের উপায়গুলো বল।

- ফ্যাক্স কীভাবে কাজ করে?
- ছত্রাকের অর্থনৈতিক গুরুত্ব কী?
- নিউটনের গতিসূত্র ব্যাখ্যা কর।
- কীভাবে একটি খাদ্যশৃঙ্খল গড়ে ওঠে?
- গন্তানসম্ভবা মা এবং প্রসূতি মায়ের খাদ্যের মধ্যে পার্থক্য কী?
- কয়েক প্রকার খাদ্যের সমন্বয়ে একটি সুষম খাদ্যের পরিকল্পনা কর।

মূল শিখনীয় বিষয়

ব্লুমস ট্যাক্সোনোমি

শ্রেণীকক্ষ শিক্ষণে শিক্ষার্থীর শিখনফল নির্ধারণে শিক্ষক যে উদ্দেশ্য ও দক্ষতা নির্বাচন করেন সেটাই শিক্ষণ উদ্দেশ্য। একটি বিষয়বস্তু থেকে শিক্ষার্থী শুধুই জ্ঞান অর্জন করে না বরং ঐ জ্ঞান সংশ্লিষ্ট আরও বহু প্রকার দক্ষতা তাকে অর্জন করতে হয়। তবেই তার শিখন পূর্ণাঙ্গতা পায়। শিক্ষক উদ্দেশ্য নির্বাচনে এই বহুমুখী দক্ষতাগুলো বিবেচনা করেন।

বেঞ্জামিন ব্লুম

বেঞ্জামিন ব্লুম এবং একদল শিক্ষাবিদ "Individual Learning" অর্থাৎ "ব্যক্তিগত শিখন" কার্যকর করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে দীর্ঘদিন ধরে চিন্তা করেছেন। অবশেষে তাঁরা একমত হয়ে স্থির সিদ্ধান্তে পৌছলেন যে ব্যক্তি কীভাবে শেখে তা নির্ধারণ করা অত্যন্ত দুরহ কাজ, তবে যদি ব্যক্তির শিখনের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যবস্তু (goal) নির্ধারণ করা যায় তবে এর পরিপ্রেক্ষিতে তার অগ্রগতি (Performance) পরিমাপ করা সম্ভব। বেঞ্জামিন ব্লুম ১৯৫৬ সালে "Taxonomy of Educational Objectives" গ্রন্থটি প্রকাশ করেন।

এই ''উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও কার্যবিধি নিরূপণ করার'' কাজকে সাধারণভাবে "Bloom's Taxonomy" বলা হয়। এর মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিকেন্দ্রিক দক্ষতা যা তিনটি ডোমেইনের অন্ড়র্ভুক্ত।

- Cognitive বা জ্ঞানমূলক ডোমেইন
- Affective বা দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধনীয় ডোমেইন এবং
- Motor Skill বা দক্ষতামূলক ডোমেইন।

ডোমেইন শব্দটি শ্রেণী বা ক্ষেত্র কে প্রকাশ করছে। এই ট্যাক্সোনোমি সফলতার সাথে প্রয়োগ করে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকগণ বিভিন্ন ক্ষেত্রের "ব্যক্তি শিখন" নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছেন। ব্লুম এবং সহ-গবেষকবৃন্দ তিনটি ভিন্ন ডোমেইনে কতগুলো শিক্ষা সম্বন্ধীয় কার্যাবলী শনাক্ত করেছেন

- জ্ঞান সম্বন্ধনীয় (Cognitive) বা মানসিক দক্ষতা (জ্ঞান বা Knowledge)- জ্ঞানীয় ক্ষেত্রের মধ্যে আছে জ্ঞান এবং এর বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা। এ ক্ষেত্র থেকে শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও বৌদ্ধিক বিকাশ সংক্রান্ত প্রশ্ন করা হয়।
- মনোপেশীজ (Psychomotor): হাতে-কলমে কাজ করা অথবা শারীরিক দক্ষতা (Skills) এর অন্তর্ভুক্ত, এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন বস্তু/ধারণা সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি, অনুভূতি ও

মূল্যমান Appreciation বা প্রশংসামূলক, উচ্ছ্বাস ও আগ্রহ প্রকাশ করে। এই ডোমেইনেরও সহজ থেকে জটিলতর বিভক্তি আছে।

- দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধনীয় (Affective) অনুভূতিমূলক বা আবেগিক (Emotion) ক্ষেত্রের বৃদ্ধি (Attitude বা দৃষ্টিভঙ্গি)।

এগুলোকে সংক্ষেপে KSA (Knowledge, Skills and Attitude) ও বলা হয়।

সাধারণ শ্রেণীকরণের মত ব্লুমস ট্যাক্সোনোমির উদ্দেশ্যের ধাপ উঁচু থেকে নিচু দিকে অগ্রসর হয়। অর্থাৎ উঁচু স্তরের শিখন নিচু স্তরের জ্ঞান ও দক্ষতার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এজন্য ডোমেইনের আবার কতগুলো উপ-ডোমেইন আছে যা ব্যাক্তি বিকাশের সহজ থেকে জটিল দিকে অগ্রসর হয়। শিক্ষার্থীর অর্জনের নির্দিষ্ট স্তর থেকে প্রশ্ন করার জন্য এই শ্রেণীকরণ কার্য়করী ভূমিকা রাখে।

জ্ঞান সম্বন্ধনীয় (Cognitive) বা মানসিক দক্ষতা (জ্ঞান বা Knowledge)

সাধারণভাবে একজন শিক্ষক শ্রেণীশিক্ষণে শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে ৮০ থেকে ৯০ ভাগ প্রশ্ন শিক্ষার্থীর জ্ঞান থেকে করে থাকেন। এ প্রশ্ন শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাহত করে না । কিন্তু শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশে এর সাথে উচ্চ চিন্তামূলক প্রশ্ন প্রয়োজন। উচ্চ চিন্তন প্রশ্ন শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতা শক্তিশালী করে এবং বিস্তৃত ও সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দেয়ার দক্ষতা বৃদ্ধি করে। ব্লুমস ট্যাক্সোনোমির জ্ঞানীয় স্তরে নিচু থেকে উঁচু স্তরে চিন্তন দক্ষতা অগ্রসর হয়। নিচে জ্ঞানীয় স্তরে যে ছয়টি উপ-ডোমেইন আছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা গঠনমূলক প্রশ্ন ও দক্ষতা উল্লেখ করা হল।

জ্ঞানীয় স্তরে ছয়টি উপ-ডোমেইন আছে:

- জ্ঞান (Knowledge): তথ্য বা উপাত্ত মনে করা।
- অনুধাবন (Comprehension): অর্থ উপলব্ধি করা, অনুবাদ করা।
- প্রয়োগ (Application): শ্রেণীকক্ষে শেখা জ্ঞান কর্মস্থলে প্রয়োগ করা।
- বিশ্লেষণ করা (Analysis): ধারণা বা বস্তুকে ছোট ছোট অংশে পৃথক করা যেন এর গাঠনিক উপাদানসমূহ বোঝা যায়।
- সংশ্লেষণ (Synthesis): ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশসমূহের সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গ বস্তু/ধারণা প্রস্তুত করা। এই পূর্ণাঙ্গ বস্তু যেন কোন নতুন ধারণা বা গঠনের উপর প্রাধান্য দেয়।
- মূল্যায়ন (Evaluation): ভাবনা/ধারণা বা বস্তুর মূল্য সম্পর্কে বিচার করা।

১। জ্ঞান (Knowledge): পূর্বে শেখা কোন বিষয়বস্তু থেকে সংজ্ঞা, ধারণা, নীতি, সূত্র ইত্যাদি স্মরণ করা। যেমন,

- বিশেষ্য পদ কাকে বলে?
- চাহিদা ও সরবরাহের সূত্রগুলো কী?
- কোষ বিভাজনের ধাপগুলো কী কী?

২। অনুধাবন (Comprehension): যে সংজ্ঞা, ধারণা বা নীতি শিক্ষার্থী স্মরণ করেছে, তার অর্থ অনুধাবন করা। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী নিজ ভাষায় বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা বা তাৎপর্য উল্লেখ করে বা উদাহরণ দেয়। যেমন,

- অব্যয় পদের কয়েকটি উদাহরণ দাও।
- উপরের ছক বা গ্রাফটির ব্যাখ্যা দাও।
- মানুষের পরিপাক ক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

৩। প্রয়োগ (Application): কোন তথ্য সম্পর্কিত নীতি, সূত্র, আইন, তত্ত্ব, ধারণা বা নিয়ম অন্য কোন বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর দিতে, সমস্যা সমাধানে বা সংশ্লিষ্ট কোন কাজে ব্যবহার করা। যেমন,

- আলুর বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে ভূনিম্নস্থ কান্ড হিসেবে ওলকপির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।
- বর্তমান বাজারে চাল ও তেলের মূল্য বৃদ্ধিতে চাহিদা ও সরবরাহের সূত্রের ভূমিকা আলোচনা কর।
- গ্রীন হাউজ এফেক্ট এর বর্ণনা দাও।
- উদ্ভিদের খাদ্য উৎপাদনকারী বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর।

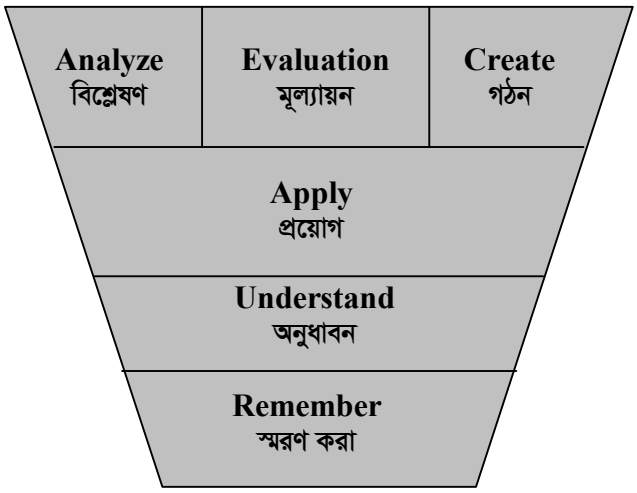

৪। বিশ্লেষণ করা (Analysis): বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত উপাদানগুলোকে তাদের স্বকীয়তা বজায় রেখে বিচ্ছিন্ন করা যেন তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যায়। যেমন,

- জীব ও জড় বস্তুর পার্থক্য নির্ণয় কর।
- চন্দ্র গ্রহণে সৌরজগতের বিভিন্ন উপাদানের অবস্থান ও কার্যকারিতা উল্লেখ কর।
- পল্লী কবি হিসেবে জসীমউদ্দিনের কবি প্রতিভাগুলোর বর্ণনা দাও।

৫। **সংশ্লেষণ করা (Synthesis):** কোন বিষয়বস্তুর বিভিন্ন উপাদানের সংগঠনে ভিন্ন আঙ্গিকে নতুন কাঠামো গড়ে তোলা। যেমন,

- স্বাধীনতা সংগ্রামে মহান শহীদ দিবসের অবদান ব্যাখ্যা কর।
- স্ফটিকীকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করে কীভাবে বাড়িতে লবন তৈরি করবে বর্ণনা কর।
- বাংলাদেশের ভূমিরূপের প্রেক্ষাপটে সিডর এর সম্ভাবনা ব্যাখ্যা কর।

৬। **মূল্যায়ন (Evaluation):** শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্য বা গুণাগুণের ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো। যেমন,

- বিদ্রোহী কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও সত্যেন্দ্রনাথ এ তিন জন কবির মধ্যে কাকে তুমি সার্থক বলে মনে কর? কেন?
- বাল্য বিবাহে ধর্মীয় অনুশাসনের প্রভাব ব্যাখ্যা কর।
- একীভূত শিক্ষাক্রম প্রণয়ন সম্পর্কে তোমার মতামত ব্যাখ্যা কর।

৭। **গঠন (Create):** নিজস্ব ধারণা ও দৃষ্টিকোনের ভিত্তিতে নতুন কোন রচনা বা কাঠামো নির্মান। এখানে মূল্যায়নের প্রতিফলন ঘটে। যেমন,

- বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাহিদার প্রেক্ষিতে আগামী শতকের জন্য মাধ্যমিক স্তরের উপযোগী একটি শিক্ষা কাঠামো প্রণয়ন কর।
- তোমার অঞ্চলে বৃক্ষ নিধন রোধ করে পরিবেশ রক্ষা করার উদ্দেশ্যে একটি পরিকল্পনা কর।
- বনভোজন উপলক্ষে সুষম খাদ্যের তালিকা তৈরি কর।

জ্ঞানীয় স্তরে নিচু ও উচ্চ চিন্তন ক্ষমতাসম্পন্ন প্রশ্ন

ব্লুমস ট্যাক্সোনোমি অনুসারে জ্ঞান, অনুধাবন এবং প্রয়োগ স্তর থেকে যে প্রশ্ন করা হয়, তাকে নিচু স্তরের বিকাশ প্রশ্ন বলা হয়। এবং বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়ন স্তর থেকে উঁচু স্তরের জ্ঞান বিকাশ প্রশ্ন করা হয়।

নিচু ধাপের প্রশ্ন শিক্ষার্থীর যে সব গুণাবলি যাচাই করে তা হল-

- বিষয়বস্তুর উপর প্রস্তুতি এবং বোধগম্যতার মাত্রা।
- বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞানের গভীরতা ও দূর্বলতার মাত্রা
- বিষয়বস্তুর সারাংশ ও মূলভাব সম্বন্ধে অনুধাবন মাত্রা।

অন্যদিকে উচ্চ স্তরের প্রশ্ন শিক্ষার্থীকে যে সব অনুপ্রেরণা যোগায়-

- শিক্ষার্থীকে বিষয় সম্পর্কে গভীর ও সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করা ।
- সমস্যার সমাধান করা।
- বিষয়বস্তু অলোচনা করা।
- নতুন তথ্য অনুসন্ধান করা।

একটি শ্রেণীশিক্ষণেই আপনি শিক্ষার্থীর জ্ঞানের বিভিন্ন স্তরে প্রশ্ন করবেন। যেমন দেখুন আপনি যদি বিশ্লেষণ স্তর থেকে প্রশ্ন করেন যে, উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় কর। এখানে শিক্ষার্থী যদি উত্তর দিতে ব্যর্থ হয় বা ভুল উত্তর দেয় তবে তার জ্ঞান বা অনুধাবন স্তর থেকে প্রশ্ন করে আপনি বুঝে নিতে পারেন যে বিষয়টি শিক্ষার্থী আদৌ জানে কিনা বা বুঝেছে কিনা। এ ক্ষেত্রে তখন আপনি প্রশ্ন করবেন উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য কি? এবং প্রাণীর বৈশিষ্ট্য কি? ইত্যাদি। শিক্ষার্থী যখন এ সব প্রশ্নের উত্তরই দিতে না পারে তখন আপনি আপনার শিক্ষণ কৌশল পরিবর্তন করার কথা ভাববেন। অর্থাৎ অন্যভাবে বা উপায়ে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করবেন।

প্রশ্নকরণ পরিকল্পনা

শ্রেণীশিক্ষণে কার্যকরী প্রশ্নকরণের জন্য পূর্ব প্রস্তুতি প্রয়োজন। অনেকের প্রশ্নকরণের সাধারণ দক্ষতা থাকতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন শুধু করলেই হবে না, প্রশ্ন তৈরি করে সেগুলোকে সুসংগঠিত করতে হবে, যুক্তিসঙ্গতভাবে বিন্যন করতে হবে যেন শিক্ষার্থী জ্ঞানের স্তরের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চিন্ড়া করার সুযোগ পায়। নিচে প্রশ্নকরণ পরিকল্পনার কয়েকটি ধাপ বর্ণনা করা হল।

১. আপনি কী উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করছেন তা ঠিক করুন, অর্থাৎ শিক্ষার্থীর কাছে আপনি কী জানতে চাচ্ছেন বা তার কোন দক্ষতার বিকাশ সম্বন্ধে ধারণা নিতে চাচ্ছেন।

২. প্রশ্ন গঠনের জন্য বিষয়টি নির্ধারণ করুন। লক্ষ্য রাখবেন কোন তুচ্ছ বিষয়, যা নগন্য তার উপর প্রশ্ন গঠন যেন না হয়। মনে রাখবেন অপনার প্রশ্ন বিষয়বস্তু সম্পর্কে আরও তথ্য জানার ব্যাপারে শিক্ষার্থীকে উৎসাহী করে তুলবে। সুতরাং আপনার প্রশ্ন এক প্রকার দিক নির্দেশক হিসেবে কাজ করবে।

ব্লুমস ট্যাক্সোনোমি

জ্ঞান মাত্রা	**শিক্ষার্থীর বিকাশ মাত্রা**					
প্রকৃত জ্ঞান	স্মরণ করা	অনুধাবন	প্রয়োগ	বিশ্লেষণ	সংশ্লেষণ	গঠন
	তালিকাকরণ	সারাংশকরণ	শ্রেণীবিন্যাসকরণ	ক্রমবিন্যাসকরণ	সারিবিন্যাসকরণ	সংযুক্তকরণ
ধারণাকৃত জ্ঞান	বর্ণনাকরণ	স্পষ্টকরণ	পরীক্ষাকরণ	ব্যাখ্যাকরণ	ধারণাকরণ	পরিকল্পনাকরণ
কার্যপ্রণালী ঘটিত জ্ঞান	সারণিকরণ	অগ্রিম ধারণা	গণনাকরণ	পার্থক্যকরণ	সিদ্ধান্তগ্রহণ	সংগঠন করণ
রুপান্তরিত জ্ঞান	ব্যবহারকরণ	আরোপকরণ	নির্মানকরণ			

৩. প্রশ্ন গঠনে সুসংবদ্ধ নিয়ম অনুসরন করুন।

- ❑ শিক্ষার্থী যেন আপনার প্রশ্নের উত্তরে জ্ঞানের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেয়ার সুযোগ পায়। হ্যাঁ অথবা না উত্তরমূলক প্রশ্ন না করাই ভাল। কারণ এর পরে তার বিশদ জ্ঞান যাচাই করা কঠিন হয়ে পড়ে।
- ❑ আপনার প্রশ্ন সুগঠিত, সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট হবে। শিক্ষার্থী যেন বুঝতে পারে তার কাছে কী জানতে চাওয়া হচ্ছে। যেমন, সিডর সম্পর্কে বল। এ প্রশ্নে শিক্ষার্থী সিডর সম্পর্কে কী বলবে, কতটুকু বলবে ইত্যাদি নির্দিষ্ট না এবং সুগঠিতও না। বরং সিডর কবে ঘটেছে? কোথায় ঘটেছে? বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ সম্পর্কে তোমার প্রতিক্রিয়া বর্ণনা কর। - এখানে উত্তরে কী বলতে হবে শিক্ষার্থীর কাছে তা স্পষ্ট।
- ❑ আপনার প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট উত্তর থাকবে। শিক্ষার্থী যদি জানে তবেই সে উত্তর দিতে পারবে, না জেনে উত্তর দেয়ার প্রবণতাকে প্রশ্রয় দেবেন না। যেমন, আমাদের খাদ্য কি? - এ প্রশ্নের উত্তরে বিভিন্ন শিক্ষার্থী বিভিন্ন উত্তর দেবে। ভাত, মাছ, দুধ যে কোন একটি। এক্ষেত্রে আপনি হয়তো বলবেন, আমি অন্য কিছু আশা করছি। সুতরাং লক্ষ্য করুন আপনার প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট কোন উত্তর নেই। তাহলে প্রশ্নটি কেমন হবে- আমাদের প্রধান খাদ্য কি? যার সুনির্দিষ্ট উত্তর হল ভাত।
- ❑ লক্ষ রাখবেন আপনার প্রশ্নের মধ্যে যেন উত্তর না থাকে। যেমন, ফুল কী উদ্ভিদের প্রজনন অঙ্গ না? এর উত্তর দিতে শিক্ষার্থীরা উৎসাহ বোধ করে না। বরং প্রশ্ন করুন, উদ্ভিদের প্রজনন অঙ্গ কি?

৪. শিক্ষার্থীর উত্তর দেয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি করার জন্য বা উত্তর দিতে তাকে উৎসাহী করার জন্য নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

- ⇨ শিক্ষার্থীরা কেন এবং কখন ভুল উত্তর দেয়?
- ⇨ আপনি মুক্ত না বদ্ধ, কোন ধরনের প্রশ্ন করছেন?
- ⇨ উত্তরে কী আশা করছেন, সংজ্ঞা নাকি উদাহরণ নাকি সমাধান?
- ⇨ উত্তর কী শিক্ষার্থী নিজের ভাষায় দেবে, না বইয়ের ভাষায়, নাকি আপনি যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবে?
- ⇨ শিক্ষার্থী যদি ভুল উত্তর দেয়, কী করবেন?
- ⇨ শিক্ষার্থী যদি উত্তর না দেয়, কী করবেন?

এ প্রশ্নগুলোর উত্তর আপনাকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসংবদ্ধ প্রশ্নকরণে সাহায্য করবে।

৫. যতদিন শ্রেণীশিক্ষণে প্রশ্নকরণে আপনি দক্ষতা অর্জন করতে পারছেন না ততদিন শ্রেণীশিক্ষণের পূর্বে প্রয়োজনীয় প্রশ্নগুলো গঠন করুন। এবার প্রশ্নগুলো সাজিয়ে ফেলুন। যেমন, মুক্ত ও বদ্ধ প্রশ্ন, উচ্চ ও নিচু চিন্ড়া প্রশ্ন ইত্যাদি। তালিকায় ভিন্ন কোন প্রশ্ন থাকলে সেগুলোও পাশে লিখে রাখুন যেন প্রশ্নকরণের জন্য সুবিধামত ব্যবহার করতে পারেন। আপনার হাতে এ প্রশ্নতালিকা থাকলে আপনি নিশ্চিত হবেন যে আপনি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু থেকে শিক্ষার উদ্দেশ্যমুখী প্রশ্ন করার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন।

মূল্যায়ন

১। শিক্ষার্থীর অগ্রগতি পরিমাপ করার জন্য কোনটি যাচাই করা প্রয়োজন?

A. শিক্ষার্থীর যোগ্যতা
B. শিখন উদ্দেশ্য
C. শিক্ষার্থীর জ্ঞান
D. প্রশ্নের মান।

২। শিক্ষার্থী কখন কোন বিষয় সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নিতে পারে?

A. মূল্যবোধ গঠনের পর
B. জ্ঞান অর্জনের পর
C. ধারণা গঠনের সময়
D. রূপরেখা সৃষ্টির সময়।

৩। প্রয়োগ ক্ষেত্রের প্রশ্নের জন্য কোনটি প্রযোজ্য?

A. শিক্ষার্থীর মেধা শক্তির বিকাশ করে
B. শিক্ষার্থীকে সক্রিয় করে
C. শিক্ষার্থীর সৃজনী শক্তির বিকাশ করে
D. শিক্ষার্থীকে কর্মকুশলী করে তোলে।

৪। বর্ষাকাল ও গ্রীষ্মকাল এ দুটি ঋতুর মধ্যে তুলনা কর। - এ প্রশ্নটির উত্তর দিতে শিক্ষার্থীর জ্ঞান বিকাশের বিভিন্ন স্ড়রের কার্যকারিতা ও প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন।

ইউনিট- ৯ অধিবেশন- ৫

মৌখিক প্রশ্ন করার দক্ষতা অনুশীলন

ভূমিকা

আমরা এ অবধি শ্রেণীশিক্ষণে প্রশ্ন এবং প্রশ্নকরণ বিষয়ে বিভিন্নভাবে আলোচনা করেছি। শ্রেণীকক্ষে প্রশ্নকরণের ভূমিকা ও তার সার্থকতা, কীভাবে প্রশ্ন গঠন করতে হয়, শিক্ষার্থীর বিকাশে ব্লুমস ট্যাক্সোনোমি অনুসরণে কখন কোন ধরনের প্রশ্ন কী ভূমিকা রাখে এসব বিষয়ে বিশদভাবে জেনেছি। প্রশ্নকরণের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীকে সক্রিয় রাখা। সক্রিয় শিখনে শিক্ষার্থী প্রশ্নের উত্তর দিতে আগ্রহী হয়, বিষয়বস্তুর প্রতি কৌতুহলী হয়, তথ্য অনুসন্ধানে মনোযোগী হয়। কিন্তু শিক্ষার্থীর এই সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষকের প্রশ্ন এবং প্রশ্নকরণ দুইই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আসুন এ অধিবেশনে আমরা শ্রেণীশিক্ষণে শিক্ষার্থীকে সক্রিয় করে তুলতে কীভাবে প্রশ্নকরণ কৌশল ব্যবহার করতে পারি সে বিষয়ে আলোচনা করি।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- উত্তম প্রশ্ন গঠন করতে পারবেন
- সক্রিয় শিখনে উদ্বুদ্ধ করতে শ্রেণীশিক্ষণে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন বিন্যাস করতে পারবেন
- শ্রেণীকক্ষ প্রশ্নকরণ কৌশল রপ্ত করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ উত্তম প্রশ্ন গঠন

আমরা এখন শ্রেণীকক্ষে প্রশ্নকরণ প্রক্রিয়া ব্যবহার করার কৌশল আয়ত্ব করতে চলেছি। এ কারণে শুরুতে আমাদের কাছে বিচিত্র প্রকৃতির একগুচ্ছ প্রশ্ন থাকতে হবে।

আপনারা পূর্বের অধিবেশনগুলো থেকে যত ধরনের প্রশ্ন শিখেছেন, তার সবকটি প্রকৃতি মিলিয়ে সর্বনিম্ন ১৫টি প্রশ্ন গঠন করুন। মনে রাখবেন এ প্রশ্নগুলো একটি সম্পূর্ণ শ্রেণীশিক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হবে।

আপনার প্রশ্নগুলো ব্যবহার করার আগে মানসম্মত হয়েছে কিনা তা যাচাই করে নিতে হবে। এজন্য আপনার বিদ্যালয়ে একাধিক শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে বা (যদি শিক্ষক না হন, সে ক্ষেত্রে) গৃহ বা অন্য কোনভাবে একই শ্রেণীর দুই বা তিনজন শিক্ষার্থীর কাছে প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করবেন। আপনার কাছে নিচের ছকটি থাকবে। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার সময় প্রতিক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করতে হবে।

লক্ষ্য করুন, নিচে মানসম্মত প্রশ্নের গুণাবলির উপর ভিত্তি করে কিছু প্রশ্ন রাখা হয়েছে, এগুলোর প্রতিটি বৈশিষ্ট্য বা গুণকে নিম্ন থেকে উর্ধ্বে- এক থেকে পাঁচ এই মানে সাজান হয়েছে। শিক্ষার্থীর উত্তর দেয়ার মানের উপর নির্ভর করে আপনি প্রশ্নের পাশের ঘরে টিক ✓ চিহ্ন দেবেন। সর্বনিম্ন তিনজন শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করার পর তিনটি ছকে আপনার প্রশ্নের বৈশিষ্ট্যের মান মিলিয়ে দেখুন। অর্থাৎ কোন বৈশিষ্ট্য কত নম্বর পেয়েছে? অবশ্যই সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যটি আপনি আপনার প্রশ্নে যথার্থভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছেন।

১. শিক্ষার্থী প্রশ্নের অর্থ কতটা বুঝতে পেরেছে?
২. প্রশ্নের ভাষা শিক্ষার্থীর কাছে কতটা সহজ বোধগম্য ছিল?
৩. প্রশ্নের উত্তর কতটা তার জানা ছিল?
৪. সে উত্তর দিতে কত দেরী করেছে?
৫. উত্তর কতটা সঠিক ছিল?
৬. কতভাগ প্রশ্নের উত্তর সে দিয়েছে?
৭. উত্তর দিতে তার স্বত:স্ফূর্ততা কেমন ছিল?

প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য মান				
১	২	৩	৪	৫

উপরের এ কাজটি করার জন্য দৈনন্দিন কাজের ফাঁকে পৃথক সময় ব্যয় করতে হবে। কাজটি একটি নির্ধারিত কাজ।

পর্ব- খঃ সক্রিয় শিখনে উদ্বুদ্ধ করতে শ্রেণীশিক্ষণে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন বিন্যাসকরণ

আপনি শ্রেণীশিক্ষণে ব্যবহারযোগ্য একটি উত্তম প্রশ্নমালা নিয়ে প্রশ্নকরণ কৌশল আয়ত্ব করার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। এবার প্রশ্নমালাটি পাশে রেখে নিচের প্রশ্নগুলো ভালভাবে পড়ুন এবং প্রতিটির জন্য প্রয়োজনীয় উত্তর লিখুন।

১. নির্ধারিত শ্রেণীশিক্ষণের জন্য শিখন উদ্দেশ্য লিখুন।
২. প্রশ্নগুলো কী একটি বিষয়বস্তুভুক্ত? যদি না হয়, তবে কী করবেন?
৩. শিক্ষণের প্রতি পর্যায়ের জন্য প্রশ্নগুলো পৃথক করুন।

উপস্থাপন

প্রস্তুতি

মূল্যায়ন

৪. প্রস্তুতি পর্যায়ের প্রশ্নতালিকা নিন।

- প্রতিটি প্রশ্নের পাশে প্রশ্নের প্রকৃতি লিখুন,অর্থাৎ এটি মুক্ত নাকি উচ্চ চিন্তনমূলক?
- এখানে প্রশ্নকরণের জন্য কী কোন উপকরণ ব্যবহার করবেন?
- প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর পেতে কত সময় রেখেছেন?

৫. উপস্থাপনের তালিকা নিন।

৬. শিক্ষার্থীর জ্ঞানের নিম্নস্তর ও উচ্চ স্তর বিকাশের প্রশ্নগুলো পৃথক করুন।

জ্ঞানের নিম্নস্তর

জ্ঞানের উচ্চ স্ড়র

৭. প্রতিটি প্রশ্নের ব্যবহার লিখুন। অর্থাৎ প্রশ্ন, শিক্ষার্থী কীভাবে উত্তর দেবে বা প্রতিক্রিয়া করবে, ব্যবহারযোগ্য উপকরণ বা পরিবেশ এবং শিক্ষার্থীর বিকাশ স্তর। যেমন,

উদাহরণ- ১

– প্রশ্ন: বলতে পার, শায়েস্তা খানকে একজন বড় নির্মাতা বলা হয়েছে কেন?

– উত্তর: শিক্ষার্থী নির্মাতা হিসাবে শায়েস্তা খানের কৃতিত্বসমূহ বর্ণনা করবে।

– উপকরণ: শায়েস্থা খান ও তার নির্মিত বিভিন্ন স্থাপত্যের চিত্র ব্যবহার করব।

– বিকাশ স্তর: মূল্যায়ন স্তর। এটি উচ্চ জ্ঞানীয় স্তর। অথবা,

উদাহরণ- ২

- প্রশ্ন: শ্বাসকার্যে অক্সিজেনের কাজ কী?
- উত্তর: শিক্ষার্থী প্রাণীর শ্বাসকার্যে অক্সিজেনের কাজসমূহ ব্যাখ্যা করবে।
- উপকরণ: শ্বাসকার্যে অক্সিজেন ব্যবহারোপযোগী যন্ত্রপাতির চিত্র অথবা মানুষের শ্বসনযন্ত্রের চিত্র।
- বিকাশ স্তর: অনুধাবন স্তর । এটি নিম্নজ্ঞানীয় স্তর ।

৮. মূল্যায়ন পর্যায়ের তালিকা নিন।
৯. জ্ঞানের নিম্নস্তর ও উচ্চ স্তর বিকাশের প্রশ্নগুলো পৃথক করুন।
১০. প্রতিটি প্রশ্নের ব্যবহার লিখুন।

পর্ব- গ: শ্রেণীকক্ষে প্রশ্নকরণ কৌশল রপ্তকরণ

শ্রেণীশিক্ষণে প্রশ্নকরণের সার্থকতা নির্ভর করে শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং শিখনের প্রতি তাকে মনোযোগী ও উৎসাহী করে তোলার উপর। কার্যকরী প্রশ্নকরণ শিক্ষার্থীকে বিষয়বস্তু সম্পর্কে কৌতুহলী করে তোলে, ফলে সে উৎসাহী হয়ে প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করে এবং নতুন তথ্য অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে অনেক প্রশ্ন তার মধ্যে জন্ম নেয়। শিক্ষক হিসেবে আপনাকে শিক্ষার্থীর এ উদ্দীপনাকে সজীব রাখার জন্য বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করতে হবে। আপনি এতক্ষণ প্রশ্ন তৈরি করেছেন এবং সেগুলোকে শিক্ষণের বিভিন্ন কাজে বিন্যাস করেছেন। এবার আসুন সক্রিয় শিখনে প্রশ্নকরণ কৌশল রপ্ত করা যাক।

নিচে সম্পূর্ণ বাক্যগুলোর খন্ডিত অংশ এলোমেলোভাবে দেয়া আছে। সক্রিয় ও কার্যকরী শিখনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থবোধক বাক্য গঠন করুন।

১. শিক্ষক শিক্ষার্থীর সরাসরি দৃষ্টি বিনিময়ের মাধ্যমে	১. শিক্ষার্থীকে নিজের কাছে প্রশ্নের সম্মুখীন করে।
২. কোন ঘটনার কারণ ব্যাখ্যা করণে	২. শিক্ষকের সমঝোতামূলক মনোভাব গঠন কৌশল প্রয়োগ হয়।
৩. শিক্ষার্থীর মধ্যে কৌতুহল জন্ম নিলে	৩. শিক্ষার্থীর বোধগম্যতা যাচাই করা যায় না।
৪. অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন	৪. শিক্ষার্থীর নিজ অনুধাবন স্পষ্ট হয়।
৫. বাবরের জন্মস্থান কোথায়- এ প্রশ্নে	৫. শিক্ষক বলবেন বাহ্ খুব সুন্দর হয়েছে।
৬. শিক্ষার্থীর উত্তরে	৬. পারস্পারিক ভাব বিনিময় ঘটে।
৭. শিক্ষার্থী উৎসাহী হয় যখন	৭. শিক্ষকের প্রশ্ন বিভিন্ন ধরনের হয়।
৮. শিক্ষার্থী প্রশ্ন করে	৮. বিষয়বস্তুর উপর সামগ্রিক ধারণা করে।
৯. বিভিন্ন মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে	৯. শিক্ষক তার অভিব্যক্তি প্রকাশ করবেন।
১০. বিভিন্ন মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর জন্য।	১০. স্মৃতি যাচাইমূলক প্রশ্ন।

আপনার উত্তরে শ্রেণীকক্ষে প্রশ্নকরণের সময় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর বিভিন্ন কর্মকান্ডের সফল ও সামগ্রিক ধারণা প্রকাশিত হবে।

এবার আসুন আমরা অন্য একটি কাজের মধ্য দিয়ে শ্রেণীকক্ষে সক্রিয় শিখনে প্রশ্নকরণের ভূমিকা পর্যালোচনা করি।

নিচের বাক্যগুলোতে কিছু ভুল তথ্য দেয়া আছে। আপনি ভুল চিহ্নিত করবেন এবং সংশোধন করে সঠিক বাক্য লিখবেন।

১। শিক্ষার্থীর কোন প্রশ্নের উত্তর জানা না থাকলে আপনি বলবেন আমি জানিনা, তুমি অন্য কারও কাছে জিজ্ঞাসা করবে।

২। আপনি শিক্ষার্থীর কাছে যেয়ে তার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করবেন।

৩। শিক্ষার্থী ভুল উত্তর দিলে অন্য শিক্ষার্থীকে উত্তর দেয়ার সুযোগ দেবেন।

৪। শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে একই প্রশ্ন করুন এবং একই কৌশল প্রয়োগ করুন।

৫। প্রশ্নের বৈচিত্র্য বিভিন্ন মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করে।

৬। উদ্ভিদকে খাদ্য উৎপাদক বলা হয় কেন- এ প্রশ্নের উত্তর শিক্ষার্থী তার স্মৃতি থেকে দেবে।

৭। অনুধাবনমূলক প্রশ্ন শিক্ষার্থীকে প্রশ্নকরণে উৎসাহী করে।

৮। যে কোন প্রশ্নের উত্তরের জন্য শিক্ষার্থীকে তার ক্ষমতা অনুযায়ী সময় দেয়া প্রয়োজন।

৯। অমনোযোগী ও স্বল্পমেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের উচ্চ চিন্তামূলক প্রশ্ন না করাই সমীচীন।

১০। শিক্ষার্থী মৌখিকভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে সংকোচবোধ করলে তাকে লিখে উত্তর দেয়ার সুযোগ দেবেন।

মূল শিখনীয় বিষয়

প্রখ্যাত দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ সক্রেটিস প্রবর্তিত প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি স্মরণ না করে 'প্রশ্নকরণ' আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না। চিন্তাবিদ সক্রেটিসের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তাই শ্রেণীকক্ষে প্রশ্ন করা ও উত্তর প্রাপ্তির যে পদ্ধতি তাকে "Socratic method of using questions and answers" বলা হয়। শ্রেণীশিক্ষণে প্রশ্নকরণের এক ঐতিহ্যপূর্ণ ইতিহাস আছে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, সক্রেটিসের প্রশ্নোত্তোর, যুক্তি-তর্ক, নতুন জ্ঞান সঞ্চালন প্রক্রিয়া জ্ঞানার্জনের জন্য একটি শক্তিশালী শিক্ষণ পদ্ধতি।

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক বিষয়বস্তু উপস্থাপনে বক্তৃতার উপর সবচেয়ে বেশি নির্ভর করেন। কিন্তু তথ্য পরিবেশনায় বক্তৃতার পরই প্রশ্নোত্তরের স্থান। অন্য যে পদ্ধতিই তিনি ব্যবহার করুন না কেন প্রশ্নকরণের সাহায্যে বিষয়বস্তু সহজ করে তুলতে ঐ পদ্ধতির ব্যবহার অনেক বেশি ফলপ্রসূ হয়। তাই প্রশ্নকরণ এমন একটি কৌশল যা শ্রেণীশিক্ষণের প্রতিটি পর্যায়ে ব্যবহার করা যায়।

শ্রেণীকক্ষে প্রশ্নকরণের ব্যবহার

- "অর্থ হল সহজ বিনিময় মাধ্যম যার সাহায্যে পণ্য হস্তান্তর করা যায় ও অন্যান্য সুবিধা পাওয়া যায়।" তুমি এ অর্থের সংজ্ঞাটি কীভাবে ব্যাখ্যা করবে?- আপনি শিক্ষার্থীদের কাছে অর্থের সংজ্ঞা জিজ্ঞাসা না করে, এমন একটি প্রশ্ন যদি তুলে ধরেন তবে তার ধারণা বিশে- ষণের জন্য এ কৌশল অনেক বেশি কার্যকর হবে।

- "জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণগুলো বলতে পারবে?" শ্রেণীকক্ষের এই মৌখিক প্রশ্নটি যদি পরে "জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণগুলো উল্লেখ কর" এমনভাবে পরীক্ষায় দেয়া হয়, তবে শিক্ষার্থী স্বত:স্ফূর্ততার সাথে তার উত্তর লিখতে পারবে। অর্থাৎ মৌখিক প্রশ্নকরণ শিক্ষার্থীকে সার্বিক মূল্যায়নের জন্য প্রস্তুত করে।

- শ্রেণীকক্ষে মৌখিক প্রশ্ন শিখনে উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে। শিক্ষার্থী উত্তর দেয়া বা প্রশ্ন করার সময় শিক্ষকের সাথে তার সরাসরি দৃষ্টি বিনিময় ঘটে, শিক্ষার্থীর অভিব্যক্তি যেমন শিক্ষক বোঝেন, শিক্ষকের জিজ্ঞাসাও শিক্ষার্থীর বোধগম্য হয়। ফলে উভয়ের ভাব বিনিময় ও যোগাযোগ সার্থক হয়ে ওঠে।

- "সূর্যকে যাবতীয় শক্তির উৎস বলা হয় কেন?" এমন একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে শিক্ষার্থীকে শক্তির মূলভাব ব্যাখ্যা করতে হয় এবং তা করতে যেয়ে এ সম্পর্কে তার নিজের ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

- "এরকম একটি পাতা অন্য কোথাও দেখেছ?" শিক্ষার্থী এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে চিন্ড়া করবে সে দেখেছে কিনা। অথবা দেখলেও কতটা মিল বা অমিল আছে তা ভাবতে শুরু করবে। অর্থাৎ এ প্রশ্ন তাকে তার নিজের কাছে প্রশ্নের সম্মুখীন করে তুলবে।

- শিক্ষক যখন কোন ধারণার উপর অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন করেন, শিক্ষার্থী তার উত্তর দিতে গিয়ে তথ্যসমুহের ধারাবাহিকতার সাথে পরিচিত হতে থাকে, ফলে তার সামগ্রিক ধারণা প্রকাশের সময় কোন অংশ বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

উত্তম প্রশ্নকরণ কী?

আপনি যদি ভাল শিক্ষকের গুণাবলী অর্জন করতে চান, তবে অবশ্যই আপনাকে প্রশ্নকরণ কৌশল অর্জন করতে হবে। আপনার উত্তম প্রশ্নকরণ দক্ষতা থাকলে তা প্রয়োগ করে সহজেই শিক্ষার্থীর সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করতে পারবেন। শ্রেণীকক্ষে আপনি নানা ধরনের প্রশ্ন করবেন, তবে সব প্রশ্নই যে সব সময় উত্তম প্রশ্নকরণ হবে এমন কথা বলা যায় না। কারণ শিক্ষার্থীর বয়স, মেধা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি তো আছেই সেইসাথে বিষয়বস্তু ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়সমূহের উপর নির্ভর করে প্রশ্ন করা, উত্তম প্রশ্নকরণের প্রধান শর্ত।

শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে সাধারণত জ্ঞানের নিম্ন বকাশ মাত্রার প্রশ্ন করেন, যা শিক্ষার্থীকে তার স্মৃতি, অনুধাবন ও ধারণা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে উত্তর দিতে হয়। যেমন, "সক্রেটিসের জন্মস্থান কোথায় ?" কিন্তু এ প্রশ্নের সীমাবদ্ধতা এই যে, উত্তর থেকে শিক্ষার্থীর বিষয়বস্তুকে বিশে- ষণ করার কোন সুযোগ নেই এবং এ সম্পর্কে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করার ক্ষমতাও যাচাই করা যায় না।

- অপর দিকে জ্ঞানের উচ্চ বিকাশ মাত্রার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে শিক্ষার্থীর চিন্তন, মূল্য আরোপ এবং দক্ষতার বিকাশ হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধতা আছে। সব ধরনের শিক্ষার্থীকে সব সময় এ প্রশ্ন করা যায় না। যেমন,

শিক্ষক নিম্নমাত্রার প্রশ্ন উত্তরের জন্য যে সময় দেবেন, একই সময় উচ্চ মাত্রার প্রশ্নের জন্য দিতে পারবেন না। স্মৃতি থেকে উত্তর দেয়ার থেকে শিক্ষার্থীর কল্পনাপ্রসূত মতামত প্রকাশ করতে অনেক বেশি সময় লাগবে।

আবার বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর সব ধরনের ধারণা যাচাই করতে একই প্রকার প্রশ্ন করা চলে না। সুতরাং আপনি যখন পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে বিভিন্ন প্রকার প্রশ্নের যথাযথ প্রয়োগ করবেন তখনই তা উত্তম প্রশ্নকরণ হয়ে যাবে।

শিক্ষার্থীর সাড়া ব্যবস্থাকরণ

উত্তম প্রশ্নকরণের মাধ্যমেই আপনি শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারবেন। শিখন-শিক্ষণ দ্বি-মুখী প্রক্রিয়ায় একদিকে থাকে বিষয়বস্তু,পরিবেশ ও শিক্ষক পরিবেশিত পদ্ধতি ও কৌশল এবং অন্যদিকে শিক্ষার্থী। আপনি বিষয়বস্তু উপস্থাপন করে এবং পরিবেশ, পদ্ধতি ও কৌশল নিয়ন্ত্রণ করে শিক্ষার্থীর শিখন সহায়ক ভূমিকা পালন করবেন। আপনার এ ভূমিকা নি:সন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ, সে কারণে আপনাকে শ্রেণীশিক্ষণের সবটুকু সময় ধরে

সতর্ক থাকতে হবে। বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য আপনি উপকরণ প্রদর্শন, ব্যবহার এবং প্রশ্নকরণ যাই করুন না কেন, আপনি আশা করেন শিক্ষার্থী আপনার কৌশলে বিষয়বস্তুর প্রতি মনোযোগী হবে এবং সক্রিয় ও সচেষ্ট উদ্যোগে তথ্য সংগ্রহ করবে।

'শিক্ষার্থীর সাড়া' বলতে আমরা কী বুঝি?

শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন। যেমন,

- শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান যাচাই করা
- পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীকে আকৃষ্ট করা
- তার চিন্তনধারা সম্বন্ধে জানা
- তাকে মনোযোগী করে তোলা
- তার জ্ঞানের ক্ষেত্র যাচাই করা
- বিষয়বস্তু সম্মন্ধে তার ধারণা গঠন করা ইত্যাদি।

কিন্তু সব ক্ষেত্রেই সকল শিক্ষার্থী সমানভাবে প্রতিক্রিয়া করে না। প্রধানত শিক্ষার্থীদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করেই তারা প্রশ্নের উত্তর দেয় বা দেয় না এবং উত্তর সঠিক হয় বা হয় না। তবে যেটাই হ'ক না কেন শিক্ষকের প্রশ্নকরণের যেহেতু নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে, তা পূরণের জন্য তাকে শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন গ্রহণ ও তার উত্তর দেয়া উভয়ের সাথে সম্পৃক্ত করতে হয়। সে কারণে তিনি প্রশ্ন এমনভাবে করেন যেন তা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়, সবাই মনোনিবেশ করতে পারে এবং প্রশ্ন ও উত্তর উভয় নিয়ে চিন্তা করতে আগ্রহী হওয়ার সুযোগ পায়। তখন দেখা যায় যে, উত্তর ভুল বা শুদ্ধ যাই হোক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। অন্যদিকে শিক্ষার্থীর উত্তর গ্রহণ করতে শিক্ষককে কৌশলী হতে হয়। তার সামান্য অসতর্কতায় শিক্ষার্থী উদ্দ্যমহীন হয়ে যেতে পারে। ফলে সে নিষ্ক্রিয় হয়ে পিছিয়ে পড়তে পারে।

সুতরাং একদিকে শ্রেণীশিক্ষণের প্রশ্নকরণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ এবং সেইসাথে তার উত্তরের প্রতি যথাযথ প্রতিক্রিয়া করে বিষয়বস্তুর প্রতি তার আগ্রহ অক্ষুন্ন রাখার কৌশলকে সাড়া ব্যবস্থাকরণ বলা হয়।

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের প্রশ্নের প্রতি শিক্ষার্থী বিভিন্নভাবে সাড়া দেয়। সব শিক্ষার্থীই যে প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ হয় তা না, মেধাবী (অনেকক্ষেত্রে তারা হাউজ টিউটরের কাছে বাসায় পড়ে এবং শেখে, ফলে অগ্রীম ধারণা নিয়ে রাখে।) শিক্ষার্থীরা উত্তর দিতে এগিয়ে আসে, অপেক্ষাকৃত কম মেধাসম্পন্ন যারা তারা দ্বিধা ও সংকোচের মধ্য দিয়ে সময় ব্যয় করতে চায় এবং অধিকাংশ শিক্ষার্থী সম্পূর্ণ পরিবেশকে এড়িয়ে যেতে চায়। বিভিন্ন কারণে সে প্রশ্নের উত্তর দেয়া থেকে বিরত থাকে। এর মধ্যে অন্যতম কারণ তার ভয়, দ্বিধা ও সংকোচ। শিক্ষার্থীর ভয় বা সংকোচ থাকে নানা কারণে। যেমন,

- শিক্ষককে ভয়- যদি তিনি কটু কথা বলেন।
- পরিবেশকে ভয়- যদি কোন হাস্যকর পরিবেশের অবতারনা হয়।

- সহপাঠীদের ভয়- যদি তারা বিদ্রুপ করে। এ ধরনের আরও অনেক কারণে শিক্ষার্থী প্রশ্নের উত্তর দিতে এড়িয়ে যেতে পারে।

তাই শিক্ষার্থীর জন্য দ্বিধাহীন, ভয়হীন পরিবেশ তৈরি করা শিক্ষকের অন্যতম কর্তব্য। সে পরিবেশে সহজে সে উত্তর দিতে এগিয়ে আসে।

আপনি যখন শিক্ষার্থীদের সাথে সহজ করে কথা বলবেন, বিষয়বস্তু উপস্থাপনে যথার্থ পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করবেন, প্রতিজন শিক্ষার্থীর প্রতি মনোযোগী থাকবেন, প্রশ্নকরণ এবং তার উত্তর প্রাপ্তির জন্য উপযুক্ত নিয়ম অনুসরণ করবেন, তখন শিক্ষার্থী সহজেই শিক্ষকের প্রশ্নে সাড়া দেবে। শুধু প্রশ্নের উত্তরই দেবে না, নিজে প্রশ্ন করতে উদ্যোগী হবে।

শিক্ষার্থীর সাড়া ব্যবস্থাকরণে শিক্ষকের করণীয়ঃ

- শিক্ষার্থী যখন প্রশ্নের উত্তর দেবে বা নিজে প্রশ্ন করবে আপনি তার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেবেন।
- সে সংকোচ বোধ করলে বা দ্বিধান্বিত হলে তাকে এগিয়ে আনার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন।
- মেধাসম্পন্ন ও অপেক্ষাকৃত কম মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমঝোতা ও সহযোগিতামূলক মনোভাব গঠনের উদ্যোগ নেবেন।
- বিভিন্ন ধরনের মেধাবিশিষ্ট শিক্ষার্থীর জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন নির্বাচন করবেন।
- প্রশ্নের ভাষার প্রতি মনোযোগী হবেন।
- প্রশ্ন ও উত্তর এ দুয়ের মাঝে পর্যাপ্ত ও প্রয়োজনীয় সময় দেবেন।
- শিক্ষার্থীর যে কোন প্রতিক্রিয়া, প্রশ্ন বা উত্তর সব ক্ষেত্রেই আপনি তাকে আমন্ত্রন জানাবেন, তার প্রশংসা করবেন। যেমন, "বাহ্! ভারী সুন্দর প্রশ্ন করেছ তো,"।
- একজন শিক্ষার্থী প্রশ্ন করলে বা উত্তর দিলে শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীকে সেদিকে মনোযোগ দিতে বলবেন এবং তাদের সম্পৃক্ত করার জন্য সচেষ্ট থাকবেন।
- একজনের মতের সাথে অন্যদের মতামতের মিল, অমিল, দ্বন্দ্ব ইত্যাদি সমন্বয় করবেন।
- যথাসম্ভব চেষ্টা করবেন এ কথা না বলতে যে, "এখন পারছি না, পরে বলব।" বা শিক্ষার্থী নিরুৎসাহী হয়ে যায় এমন কোন কথা বলা বা কাজ করা থেকে বিরত থাকবেন।

সর্বোপরি আপনার আন্তরিক, হাস্যোজ্জ্বল অভিব্যক্তি শিক্ষার্থীর সাড়া নিশ্চিত করা ও সমন্বয় করার জন্য কার্যকরি ভূমিকা রাখবে।

শিক্ষার্থীকে প্রশ্নকরণে উদ্বুদ্ধকরণ

শিক্ষার্থীর সাড়া ব্যবস্থাকরণ অনেক বেশি কার্যকরি হয়, যদি শিক্ষার্থীকে প্রশ্নকরণে উদ্বুদ্ধ করে তোলা যায়। বিষয়বস্তুর ধারণা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শিক্ষার্থীর মনে যদি প্রশ্ন আকারে গড়ে ওঠে তবে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর পেতে পেতে বিষয়বস্তু সম্পর্কে সে সামগ্রিক ধারণা লাভ করবে। তবে সাধারণভাবে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষককে নিজের উদ্যোগে কোন প্রশ্ন করে না। শিক্ষক শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করেন এবং শিক্ষার্থী উত্তর দেয়। কোন একটি তথ্যের আদান-প্রদান শিক্ষকের প্রশ্ন করা ও শিক্ষার্থীর উত্তর দেয়া এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। হয়তো কখনও বিষয়বস্তু উপস্থাপন শেষে শিক্ষক প্রশ্ন করেন, "তোমাদের কী কোন প্রশ্ন আছে?" এবং স্বভাবতই এর কোন উত্তর আসে না, অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা নীরব থাকে। শিক্ষক তখন ধরে নেন যে, শিক্ষার্থীদের কোন প্রশ্ন নেই অর্থাৎ তারা বিষয়বস্তু সম্পর্কে বেশ ভাল ধারণা পেয়েছে। এরপর তিনি শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে থাকেন অথবা পরবর্তী পর্বে চলে যান।

কিন্তু শিক্ষককে এটি বুঝতে হবে যে, শিক্ষার্থীর নিরবতার অর্থ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিস্থিতিকে ভয় পাওয়া এবং এড়িয়ে যাওয়া। এ কারণে শ্রেণীকক্ষে আপনি এমন পরিবেশ গড়ে তুলবেন এবং এমন প্রশ্ন করবেন যেন শিক্ষার্থী বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্ড্রা করার সুযোগ পায় অথবা চিন্ড়িত হয়ে পড়ে।

কীভাবে আপনি এমন পরিবেশ গড়ে তুলবেন?

শিক্ষার্থী যদি কোন জটিল অবস্থায় পড়ে, যা থেকে তাকে বেরিয়ে আসতে হবে, তখন বেরোনোর উপায় নিয়েই সে চিন্ড়িত হয়ে পড়বে। জটিলতা দূর করার জন্যই সে প্রশ্ন করবে। এ কারণে বিষয়বস্ড় সম্বন্ধনীয় কোন সমস্যা তুলে শিক্ষার্থীদের দলীয়ভাবে বা এককভাবে তার সমাধান করতে দিন। সমাধানের উপায় খুঁজে বের করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা একদিকে যেমন একে অপরকে প্রশ্ন করবে, মতামত দেবে অন্যদিকে নিজেদের মধ্যে উপায় খুঁজে না পেলে আপনার কাছে প্রশ্ন করবে। যেমন,

আপনি যদি 'কোষ' বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষণ শেষে উদ্ভিদ ও প্রাণীকোষের দুটি পৃথক চিত্র শিক্ষার্থীদের শনাক্ত করতে দেন,

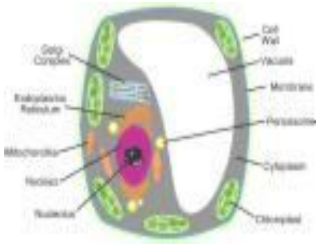

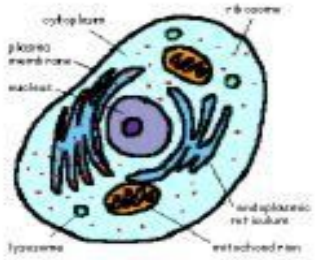

তবে স্বাভাবিকভাবেই তাদের মনে প্রশ্ন জাগবে,

- চিত্র দু'টি কিসের?
- কেন একটিকে উদ্ভিদকোষ ও অন্যটিকে প্রাণীকোষ বলা হচ্ছে?
- কিসে এদের মিল আছে ও কিসে এদের অমিল আছে? ইত্যাদি।

প্রকৃতক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে তারা এসব প্রশ্নের উত্তর অধিকাংশই পাবে না, তখন আপনার কাছে প্রশ্ন করবে এবং আপনি যদি প্রশ্ন করে অত্যন্ড় কৌশলে তাদের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণে আগ্রহী করে তুলতে পারেন তবে চিত্রদুটি শনাক্তকরণের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে শিক্ষার্থীরা ক্রমশ:ই প্রশ্নকরণে উৎসাহী হয়ে উঠবে। কারণ প্রশ্নকরণ তাদের সমস্যার সমাধানের দিকে এগিয়ে নিচ্ছে। একইভাবে সমাজবিজ্ঞান বা অন্য যে কোন বিষয়ে বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোন সমস্যার উপস্থাপন শিক্ষার্থীদের প্রশ্নকরণে উদ্বুদ্ধ করতে সাহায্য করে।

শিক্ষার্থী যখন প্রশ্ন করে তখন বুঝতে হবে বিষয়বস্তু সম্পর্কে সে চিন্তা করছে। কোন জটিলতা দূর করার জন্যই সে প্রশ্ন করেছে। সুতরাং বিষয়বস্তু উপস্থাপনের সময় আপনি যদি মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করতে উদ্বুদ্ধ করেন এবং সুযোগ দেন তবে তার প্রশ্নের ধারা থেকেই আপনি অনুমান করতে পারবেন শিক্ষার্থী বিষয়বস্তু নিয়ে কী চিন্তা করছে। শিক্ষার্থী যখন প্রশ্ন করে আপনি তার জ্ঞানের অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন এবং সে অনুযায়ী আপনার পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে তা স্থির করতে পারবেন।

মানুষ যখন কোন বিষয় নিয়ে চিন্তা করে তখন তার মধ্যে প্রশ্নের জন্ম হয়। অর্থাৎ প্রশ্নকরণের পূর্বশর্ত হ'ল চিন্তন। তাই শিক্ষার্থীকে প্রশ্নকরণে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আপনার অন্যতম কাজ হবে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর চিন্তার উদ্রেক ঘটানো।

শিক্ষার্থীকে প্রশ্নকরণে উদ্বুদ্ধ করতে আপনাকে কতগুলো বিষয়ে মনোযোগী হতে হয়,

- শিক্ষার্থীকে এমন প্রশ্ন করবেন যেন সে চিন্তার উপাদান পায়, চিন্তা করে উত্তর তৈরি করার সময় তার মনে বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রশ্নের জন্ম নেবে। আপনি উৎসাহ দিলে সে আপনাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে।
- বিষয়বস্তু বিশ্লেষণে শিক্ষার্থীর সক্রিয় ভূমিকা নিশ্চিত করবেন।
- এমন কিছু প্রশ্ন করবেন যার উত্তরে শিক্ষার্থী প্রশ্ন করার সুযোগ পায়। যেমন, আপনি শিক্ষার্থীদের বলতে পারেন, "এমন একটি প্রাণীর নাম বল যা আমাদের কোন উপকার করে না। উত্তরটি খুঁজে বের করার জন্য দু'মিনিট সময়ের মধ্যে তোমরা তিনটি প্রশ্ন করতে পারবে।"
- বাড়ির কাজ হিসেবে বিষয়বস্তু থেকে নির্দিষ্ট একটু অংশ উল্লেখ করে দেবেন, সেখান শিক্ষার্থী সম্ভাব্য সবগুলো তথ্য প্রশ্ন আকারে তৈরি করে নিয়ে আসবে।
- অথবা, নির্দিষ্ট অংশ থেকে শিক্ষার্থীর জিজ্ঞাস্য কী আছে তা প্রশ্ন আকারে লিখে আনতে বলবেন।
- যে কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে তাকে উৎসাহ দিন। যেমন, "বলো তো এবার কী হবে? বা তাহলে এ বিষয়টিকে আমরা কী বলতে পারি ?" সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে কোন জটিলতা থাকলে সে প্রশ্ন করে তা দূর করে নিতে পারবে।
- শিক্ষার্থীর মধ্যে যেন কোন দ্বিধা, দ্বন্দ্ব বা ভয় না থাকে।
- শিক্ষার্থীর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলবেন।
- শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলবেন।

মনে রাখবেন শিক্ষার্থীকে কৌতুহলী করে তুলতে পারলেই সে প্রশ্ন করতে আগ্রহী হবে।

মূল্যায়ন

১। শ্রেণীশিক্ষণে প্রশ্নের ভাষা কেমন হওয়া উচিৎ?

A. চলিত ভাষা
B. আঞ্চলিক ভাষা
C. সার্বজনীন ভাষা
D. মানসম্মত ভাষা।

২। শিক্ষার্থী যখন প্রশ্ন করে আপনি তার জ্ঞানের অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন এবং সে অনুযায়ী আপনার পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে তা স্থির করতে পারবেন।- এখানে পরবর্তী পদক্ষেপ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

৩। শিক্ষার্থীর সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে তোলার পাঁচটি কৌশল লিখুন।

৪। উচ্চ ও স্বল্পমেধাস্পন্ন শিক্ষার্থীদের সমন্বয় করতে শ্রেণীশিক্ষণে প্রশ্নকরণের ভূমিকা সম্পর্কে আপনার মতামত লিখুন।

ইউনিট রূপরেখা

প্রশ্নকরণের নানাবিধ কৌশল শিখে আপনি শ্রেণীশিক্ষণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি আয়ত্বে এনে ফেলেছেন। এবার আপনি শ্রেণীশিক্ষণে শিক্ষার্থীর শিখন কার্যাবলিতে তার সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে একটি কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারবেন। শিক্ষণের অন্যতম উদ্দেশ্য কার্যকরী শিখন সহায়ক সব রকম উপাদান ও পরিবেশ সরবরাহ করা। শ্রেণীশিক্ষণে আপনি প্রশ্নকরণ ব্যবহার করবেন, কিন্তু কীভাবে এবং কখন কোন প্রশ্ন কার্যকর হবে সে সম্বন্ধে চিন্তা করেই শিক্ষণ শুরু করা প্রয়োজন। এ কারণে শিক্ষণ সম্মন্ধনীয় যাবতীয় কাজের পরিকল্পনা করতে হয়। আপনার পরিকল্পনা একদিকে যেমন শ্রেণীশিক্ষণ পরিচালনায় আপনাকে দিক নির্দেশনা দেবে একইসাথে পরবর্তী কোন উচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যও পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণে সাহায্য করবে।